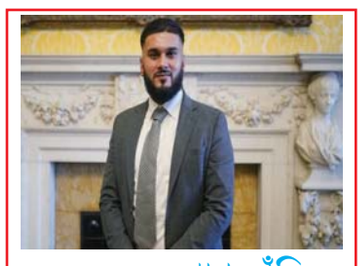

২৯ জনের প্রাণ বাঁচিয়ে সম্মাননা পাচ্ছেন এক ব্রিটিশ মুসলিম তরুণ

সারে-জমিন

আরাবুলের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজত

রূপসী বাংলা

হুথির বিরুদ্ধে চিন যে কারণে যুদ্ধ করবে না

সম্পাদকীয়

পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সচেতনতা শিবির

সাধারণ

ওয়ার্নারের ম্যাচে দারুণ লড়ে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২৫ মাঘ ১৪৩০
২৮ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 39 ■ Daily APONZONE ■ 10 February 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

তারিখ পরিবর্তন না করে কি সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করা যায়? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করার তারিখ অক্ষুণ্ণ রেখে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট।
বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এবং আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈনের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিল, যারা সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে "সমাজতান্ত্রিক" এবং "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দগুলি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল।
"একাডেমিক উদ্দেশ্যে, সংবিধান গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন না করে উল্লিখিত একটি প্রস্তাবনা পরিবর্তন করা যেতে পারে।
অন্যথায়, হ্যাঁ প্রস্তাবনা সংশোধন করা যেতে পারে। বিচারপতি দত্ত বলেন, এতে কোনও সমস্যা নেই।
উত্তরে স্বামী বলেন, "এই প্রশ্নটাই আসল বিষয়। বিচারপতি দত্ত আরও বলেন, "সম্ভবত এটাই আমার দেখা একমাত্র প্রস্তাবনা, যাতে তারিখ দেওয়া হয়েছে। আমরা এই সংবিধান অমুক তারিখে আমাদের দিচ্ছি ... মূলত এই দুটি শব্দ (সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ) সেখানে ছিল না।
জৈন বলেন, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি নির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে, তাই আলোচনা ছাড়া তা সংশোধন করা যাবে না।
সুব্রহ্মণ্যম স্বামী বলেন, জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) সময় ৪২ তম সংশোধনী আইন পাস হয়েছিল।
বিচারপতি খান্না শুরুতেই স্বামীকে বলেন, বিচারপতিরা ভোরবেলা মামলার ফাইল হাতে পেয়েছেন এবং সময়ের অভাবের কারণে তারা তা পড়েননি।
বেঞ্চ বলেছে যে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন এবং দুটি আবেদনের শুনানি ২৯ শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করেছে।
২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত স্বামীর আবেদনকে অন্য বিচারাধীন মামলার সঙ্গে যুক্ত করেছিল - একজন বলরাম সিং এবং অন্যান্যদের দায়ের করা - শুনানির জন্য। স্বামী এবং সিং উভয়ই প্রস্তাবনা থেকে "সমাজতান্ত্রিক" এবং "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দগুলি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার কর্তৃক উত্থাপিত ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর অধীনে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
সংশোধনীটি প্রস্তাবনায় ভারতের বর্ণনাকে "সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" থেকে "সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" এ পরিবর্তন করে। স্বামী তাঁর আবেদনে যুক্তি দিয়েছেন যে প্রস্তাবনা পরিবর্তন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যায় না। তিনি তার আবেদনে বলেছিলেন যে প্রস্তাবনাটি কেবল সংবিধানের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকেই নির্দেশ করে না, তবে মৌলিক শর্তগুলিও নির্দেশ করে যার ভিত্তিতে এটি একটি ঐক্যবদ্ধ সংহত সম্প্রদায় তৈরি করতে গৃহীত হয়েছিল।

শহরে জমিয়তে উলামার প্রতিবাদ মিছিল

জ্ঞানবাপির অমর্যাদা 'সংবিধানের সাথে গদ্দারি': সিদ্দিকুল্লাহ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: বহুলালোচিত জ্ঞানবাপী মসজিদের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে শুক্রবার কলকাতার রাজাবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল ও রাণী রাসমণি এভিনিউতে প্রতিবাদ সভা করলো রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী'র ডাকে ওই কর্মসূচিতে কয়েক হাজার মানুষ শামিল হন। এ দিন কলকাতার মিছিল ও সমাবেশ থেকে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র মোদী সরকার ও উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি বলেন, ভারতের সংবিধান আমাদের কাছে পবিত্র। সংবিধানের বিরোধিতা করা, সংবিধানের সাথে গাদ্দারি করা চলতে পারে না। আমি মনে করি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর থেকেও সংবিধানের উচ্চতা বেশি। জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে উত্তর প্রদেশ সরকারের উচিত ছিল সর্বদলীয়ভাবে বৈঠক করা। অন্যান্য দলের সাথে কথা বলা। রাতের অন্ধকারে কাগজপত্র ভুলভাল তৈরি করে তারা বিচারকের সামনে পেশ করেছেন। বিচারকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নয়। আমাদের অভিযোগ উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে।' সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, আজ ক্ষমতায় আছেন বলে মসজিদ ভেঙে পুজোপাঠ করবেন?

এটা ভারতের সংবিধান বিরোধী। জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজোপাঠ বন্ধ করে মুসলিমদের ফেরত দিন' বলেও মন্তব্য করেন।
ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিরোধে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সভার বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা, বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তারা সংবিধান রক্ষারও আহবান জানান।
২০২১ সালের আগস্টে পাঁচ হিন্দু মহিলা জ্ঞানবাপী মসজিদের দেওয়ালে দেব-দেবীর মূর্তির অস্তিত্বের দাবি করে তা পূজার্চনার অনুমতি চেয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন। ৩১ জানুয়ারি জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে একটি বেসমেন্টে পুজো-অর্চনার রায় দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের বারাণসীর জেলা আদালত। এরপর মুসলিমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু ইলাহাবাদ হাইকোর্ট জ্ঞানবাপী মসজিদের দক্ষিণের 'ব্যাস কা তহখানা' নামে পরিচিত বেসমেন্টে উপাসনার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। ওই ইস্যুতে মুসলিমদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তার জেরেই জ্ঞানবাপী মসজিদের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে কলকাতার রাজপথ থেকে মাওলানা ও মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে সোচ্চার হন বাংলার মুসলিমরা।
মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে 'কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাচার বন্ধ করো', 'কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাচার-অবিচার বন্ধ করো', 'জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজোপাঠের গাদ্দারি চলছে না, চলবে না', 'জ্ঞানবাপী মসজিদ থেকে পুজোপাঠ হঠাও' 'স্বাধীন ভারতের জাতীয় ঐক্য ধ্বংস হতে দিচ্ছি না দেবো না', 'হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ঈসায়ী আমরা সবাই ভাই ভাই' 'হিন্দুত্ববাদী দেশদ্রোহী শক্তি নিপাত যাক' ইত্যাদি।
মিছিলে অংশ নেওয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক আরিফ রেজা বলেন, দেশের শান্তি রক্ষার্থে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।
শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর আয়োজিত ওই আন্দোলন কর্মসূচিতে রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সম্পাদক মুক্তি আব্দুস সালাম, মাওলানা ইমতিয়াজ, মুফতি এমদাদুল্লাহ সহ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ দিন উপস্থিত ছিলেন। রামের জন্মস্থান নিয়ে আদালতের রায়ের পরে এটি দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল, যেখানে মহাভারতের 'লক্ষাগৃহ' থাকার অনুমানে সুফির কবরস্থানকে বেহাত করা হল।

উত্তরাখণ্ডে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল ধর্মস্থান

পুলিশের গুলিতে নিহত ৬ বিক্ষোভকারী

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে মাদ্রাসা এবং সংলগ্ন একটি মসজিদ রেলওয়ের জমিতে অবৈধ ভাবে থাকার অভিযোগে বুলডোজার দিয়ে সেগুলি ধ্বংস করা নিয়ে ব্যাপক সহিংসতায় ছজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে কমপক্ষে ২৫০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু'জনকে গুরুতর আহত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) পাস করার কয়েকদিন পরে বৃহস্পতিবার হলদওয়ানি জেলার বনভুলপুর এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে।
উত্তরাখণ্ডের সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শহরের বানভুলপুরা এলাকার মালিক কা বাগিচায় একটি "অবৈধভাবে নির্মিত" মাদ্রাসা এবং সংলগ্ন একটি মসজিদ ধ্বংস করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা যানবাহন এবং একটি পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয় ও পাথর নিক্ষেপ করার পরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। বনভুলপুরায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে গোটা রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
সূত্রের খবর, প্রতিবাদ সত্ত্বেও ৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মাজার ও মালিক কে বাগিচে কা মাদ্রাসা ভেঙে ফেলা হয়। সংঘর্ষের পর নৈনিতাল জেলায় কারফিউ জারি করা হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুষ্কর সিং ধামি সরকার কর্তৃক দৃশ্যমান গুলি করার আদেশ জারি করা হয়।
তবে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন মাজার ভাঙা হল, তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি রাজ্যের বিজেপি সরকার।
সমাধি ও মাদ্রাসা ভাঙা বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। সাফিয়া মালিক এবং মালিক কলোনির অন্যান্য বাসিন্দাদের দায়ের করা আবেদনে হলদওয়ানি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের জারি করা নোটিশের বিরোধিতা করে আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি পঙ্কজ পুরোহিতের অবকাশকালীন বেঞ্চ এই বিষয়ে কোনও স্বস্তি না দেওয়ায় বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।
২০২২ সালে, রেলওয়ে একটি উচ্ছেদ পদক্ষেপ শুরু করেছিল, একই মাসে দখল সাফ করার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান জমা দিয়েছিল, আদালতের আদেশের পরে রেলওয়েকে রেলওয়ের জমি থেকে অননুমোদিত দখলদারদের অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট এই অভিযান স্থগিত করে বলেছিল যে বাসিন্দারা সেখানে ৫০ থেকে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছেন এবং রাতারাতি তাদের "উচ্ছেদ করা যাবে না"। হলদওয়ানি পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় বসবাসকারী মুসলিমরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়লে সংঘর্ষ শুরু হয়। উল্টো স্থানীয়দের অভিযোগ, বিক্ষোভ সত্ত্বেও পুলিশ তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে মাজারটি ভেঙে ফেলে।
নৈনিতালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দনা সিং বলেছেন, হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে জবরদখল সরানো হচ্ছে এবং "স্থাপনা ধ্বংসের" চেষ্টা করা হচ্ছে।
বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে কর্মকর্তারা ধ্বংসের আদেশের নথি দেখাতে অস্বীকার করেন এবং "বলপূর্বক পদক্ষেপ" নেন।
মহিলাপুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নারীদের লাঠি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে এবং বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত চারজন পুরুষ আহত হয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, ঘটনার আগে মাদ্রাসা থেকে মাত্র দুজনকে ধর্মীয় বই উদ্ধারের অনুমতি দিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। পাথর ছোড়ার ফলে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

চড় মারা কাণ্ডে যোগী সরকারকে তিরস্কার সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: হোমওয়ার্ক না করার জন্য এক মুসলিম ছেলেকে চড় মারার দায়ে স্কুল শিক্ষকের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং না করার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিশুদের কাউন্সেলিং করে দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে।
আদালত বলেছে, আমরা টিআইএসএসের সর্বশেষ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছি, যেখানে অংশগ্রহণকারী এবং সাক্ষী হিসাবে শারীরিক শাস্তিতে অংশ নেওয়া সমস্ত শিক্ষার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে কিছু করা হয়নি, এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সাক্ষী শিশুদের জন্য অবিলম্বে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য আমরা রাজ্যকে নির্দেশ দিচ্ছি। আগামী ১ মার্চ শুনানির দিন ধার্য করে বেঞ্চ জানিয়েছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে।
উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল গরিমা প্রসাদ বলেন, দুটি সংস্থা স্বেচ্ছায় ছাত্রদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য এগিয়ে এসেছে ও হলফনামা দাখিলে সময় চেয়েছে। এর আগে আদালত ওই মুসলিম ছাত্র ও তার সহপাঠীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য একটি এজেন্সি নিয়োগের নির্দেশ না মানার জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছিল।
মুজফফরনগর জেলার ওই স্কুলের মহিলা শিক্ষিকার বিরুদ্ধেও নির্যাতিতা ছাত্রকে গালিগালাজ করার অভিযোগ ওঠে। ওই কিশোর ও তার সহপাঠীদের কাউন্সেলিংয়ের পদ্ধতি পরামর্শ দিতে মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসকে নিয়োগ করেছিল শীর্ষ আদালত। পুলিশ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্রটির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা এবং তার সহপাঠীদের চড় মারার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিল।

আত্মসমর্পণের পর ফের প্যারোলে মুক্তি পেল বিলকিস ধর্ষণের দোষী

আপনজন ডেস্ক: বিলকিস বানু মামলায় দোষীরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার কয়েকদিন পরে, তাদের মধ্যে একজনকে তার শ্বশুরের মৃত্যুর কারণে গুজরাত হাইকোর্ট পাঁচ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে, শুক্রবার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
দাহোদ জেলার বাসিন্দা দোষী প্রদীপ মোধিয়াকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে গোধরা জেলা জেল থেকে। ২০০২ সালের গোধরা দাঙ্গায় গুজরাতের মহিলা বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর সাত আত্মীয়কে খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত ১১ জনের সাজা খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য প্রদীপ মোধিয়া নামে এক আসামিকে পাঁচ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট।
দাহোদ জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার বিশাখা জৈন বলেন, "যেহেতু তারা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে তাই এটি আদালত এবং কারাগারের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, 'তাকে পুলিশে রিপোর্ট করতে হবে না। গোধরা জেলা সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে মোধিয়াকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
বিচারক এম আর মেংদে তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে হাইকোর্টে দায়ের করা আবেদনে মোধিয়াকে এক মাসের পরিবর্তে পাঁচ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়েছেন। ২০২২ সালের আগস্টে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা ১১ জন দোষীকে কারাগার থেকে অকাল মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। সাজাপ্রাপ্তরা পঞ্চমহল জেলার নিকটবর্তী দাহোদ জেলার সিংভাড় তালুকের সিংভাড় ও রন্ধিকপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

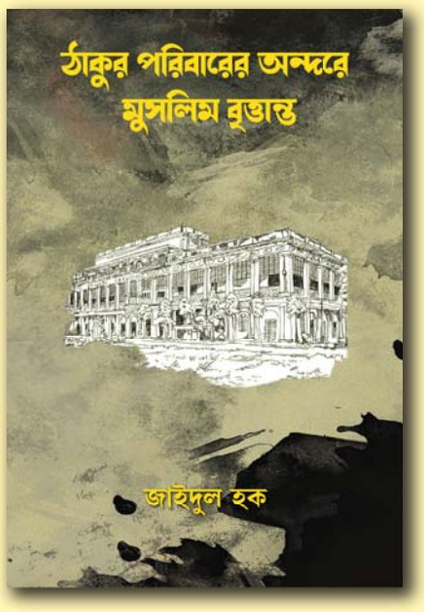

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

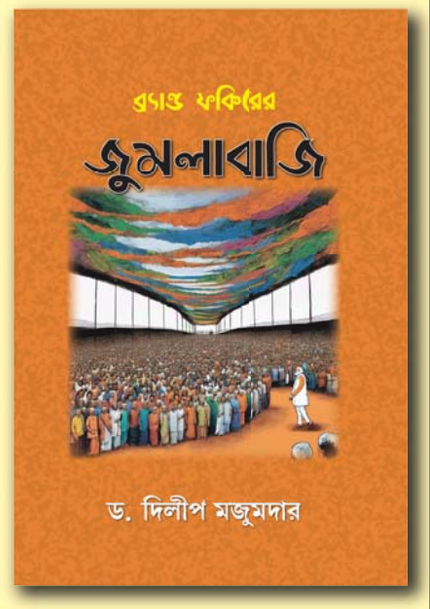

ব্র্যাণ্ড ফকিরের জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

প্রথম নজর

হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিল অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: পরীক্ষা চলাকালীন হড়াৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগীতায় হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ করল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জেসমিনা বেগম।

স্কুল সুত্রে জানা গিয়েছে মহলন্দী জিসি হাইস্কুলের ছাত্রী জেসমিনা বেগমের মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার ছিল উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে, শুক্রবার জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা চলা কালীন পরীক্ষাকেন্দ্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে পরীক্ষার্থী জেসমিনা । অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্দি পুলিশ প্রশাসন সহযোগীতায় স্কুল কর্তৃপক্ষ জেসমিনাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গোকর্ণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর গোকর্ণ হাসপাতালের বিএমওএইচ চিকিৎসক ইমরান সাহেবের তত্বাবধানে চিকিৎসার কিছুক্ষন পরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জেসমিনা সুস্থ হয়ে উঠে এবং পরীক্ষা দিতে চাইলে কান্দি পুলিশ প্রশাসন এবং উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের শিক্ষদের সহযোগীতায় হাসপাতেলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবাস্থা করে দেওয়া হয়। বেডে বসেই জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জেসমিনা বেগম।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে দালালচক্র রুখতে কড়া পদক্ষেপ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে দালালচক্র রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল মানিকচক ব্লক প্রশাসন। ৭০০ টাকার বিনিময়ে কার্ড বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিগত কয়েকদিন আগে। ফলে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মানিকচকের বিডিও করমবীর কেশব ব্লক চত্বরে থাকা প্রায় ১৫ টি অবৈধ দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। এমনকি বেশ কিছু দালালকে চিহ্নিত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মানিকচক থানায়। বুধবার ব্লক প্রশাসনিক ভবনে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করতে এসে ঘুরে যেতে হয় কয়েকজনকে। সেই সময় ব্লক চত্বরে থাকা দালালরা তাদের কাছে ৭০০ টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। টাকা দিলেই কার্ড করিয়ে দেওয়া হবে বলে দালালরা তাদের জানায়। এদের বিকেলে বিডিও ব্লকের বাইরে দেওয়াল ঘেসে থাকা সমস্ত অবৈধ দোকান ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থলে ডাকা হয় মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে। এরপর ভেঙে ফেলা হয় অবৈধ দোকানগুলো।

আপনজন: বেঙ্গল ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে হল রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। ছবি: সেখ আব্দুল আজিম

আরাবুলের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজত, উত্তপ্ত ফের ভাঙড়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়
জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর মহকুমা আদালতের নির্দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রর্যন্ত পুলিশ হেফাজত হয়েছে ভাঙড়ের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলামের। ৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার তাঁকে এস এস কে এম হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আদালতে পেশ করে কলকাতা পুলিশ। একই দিনে ভাঙড়ে তৃণমূল-আই এস এফ-র মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বোমা উদ্ধারের ঘটনাও ঘটেছে। এদিন আরাবুল ইসলামকে আদালতে পেশ করার সময় ব্যপক পুলিশি নিরাপত্তা লক্ষ্য করা যায়। মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় তাঁকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। এসময় গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি আরাবুল ইসলামকে। তিনি অবশ্য কিছুই বলার চেষ্টা করেননি। পুলিশ ইন্সপেক্টর স্বরূপ দত্ত সুমো মোটো কমপ্লেন করে ছিলেন। তিন হাজার লোকেদের নামে অভিযোগ করা হয়েছিল। ঘটনার প্রায় আট মাস বাদে গ্রেফতার করা হয়েছে আরাবুল ইসলামকে ।

আরাবুল ইসলামের পক্ষে তিনজন আইনজীবী মুভ করেন আদালতে। পি সি রিজেক্ট এর আবেদন করা হয়।

ঘটনার সময় ভাঙর ২ বিডিও অফিসে বসে ছিলেন আরাবুল। তিনি এই হামলায় জড়িত নয়। যখন ঘটনা ঘটেছে তখন কেন তাকে গ্রেফতার করা হল না? প্রয়োজনে ঘটনার দিন বিডিও অফিসের সি সি ফুটেজ দেখা হোক। আরাবুল ভীষণ অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উল্টে ঘটনার দিন তার গাড়ির ড্যাস বোর্ডে বোমা রেখে আরাবুল কে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই গ্রেফতার করেছে এবং পি সি চাইছে। পি সি রিজেক্ট করা হোক। ঘটনার এতদিন বাদে অস্ত্র উদ্ধারের নামে হ্যারাজ করা হচ্ছে।

পুলিশ পক্ষের আইনজীবী সামিউল হক বলেন, আট মাস বাদে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যে তিন হাজার মানুষ সেখানে ছিল সেই লোকগুলোকে আরাবুল কন্ট্রোল করছিল। ঘটনার যথাযথ তদন্ত হোক। যে অস্ত্রের ব্যাবহার হয়েছিল সেই অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। জামিনের আবেদন যাতে রিজেক্ট করা হয় তারজন্য আবেদন করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গতকাল উত্তর কাশিপুর থানায় ডেকে পাঠানোর পর আকস্মিক গ্রেফতার করা হয় ভাঙড়ের "তাজা নেতা" খ্যাত আরাবুল ইসলাম কে। তাঁকে স্থানীয় থানায় না রেখে সরাসরি লালবাজারে নিয়ে যায় কলকাতা পুলিশ। কয়েক মাস আগে ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আই এস এফ কর্মী খুনে মামলা দায়ের হয় আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এছাড়া একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অপরদিকে এই দিনেই ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের কোচপুকুর গ্রামে সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীরা। সূত্রের খবর দলীয় পতাকা লাগানো কে কেন্দ্র করেই গন্ডগোল তৈরি হয়। ঘটনায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। দুই দলের সংঘর্ষে ও পুলিশি লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

একই দিনে ভাঙড়ে অন্য আরও একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পোলেরহাট ১ নম্বর অঞ্চলের পোলেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের অদূরে তাজা বোমা দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পোলেরহাট থানার পুলিশ এসে বোম উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মহামান্য বিচারক ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় আদালতে পেশের নির্দেশ দিল আদালত.সময় সময় শারীরিক চিকিৎসার নির্দেশ আদালতের।

কুড়িয়ে পাওয়া ১০ হাজার টাকা ছাত্রকে ফেরালেন অটো চালক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বাড়ি থেকে ফারাক্কা কলেজে পরীক্ষা দিতে যাবার পথে রাস্তায় মানী ব্যাগ।হারিয়ে যায় জঙ্গিপুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অরিন্দম মন্ডলের। প্রায় দশ হাজার টাকা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট হারিয়ে কার্যত কান্নায় ভেংগে পড়েন ওই ছাত্র। যদিও পরক্ষণেই অটো চালিয়ে বাড়ি যাবার পথে সামশেরগঞ্জের ঘোষপাড়া মোড় থেকে সেই মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে পুলিশের মাধ্যমে যোগাযোগ করে ছাত্রের হাতে তুলেন দিলেন অটো চালক বাবলু শেখ। অটো চালকের সততায় মুগ্ধ ট্রাফিক পুলিশের কর্তা থেকে শুরু করে কলেজ ছাত্র।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল দশ টা নাগাদ জঙ্গিপুরের সিমলা এলাকা থেকে ফারাক্কা সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন কলেজ ছাত্র অরিন্দম মন্ডল। বাইকে করে যাবার পথে হঠাৎ পকেট থেকে মানী ব্যাগ পড়ে যায়। কিন্তু খেয়াল না করেই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে যায় ওই কলেজ ছাত্র। এদিকে নিত্যদিনের মতো শুক্রবারও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে অটো চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন সামসেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর ঘোষপাড়া গ্রামের অটোচালক বাবলু শেখ। সেসময় ঘোষপাড়া মোড়ে মানী ব্যাগটি দেখতে পান তিনি। সেখান থেকে সেই মানিব্যাগটি উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাংলায় অবস্থিত সাব ট্রাফিক গার্ডের অফিসার ইনচার্জ এর কাছে ছুটে আসেন অটোচালক। তার হাতেই মানিব্যাগটি তুলে দেন তিনি। তারপরেই ডাকবাংলা সাব ট্রাফিক গার্ডের অফিসার ইনচার্জ শুভঙ্কর চ্যাটার্জি আইকার্ড এর সূত্র ধরে ওই ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই কলেজ ছাত্রকে মানিব্যাগ এবং যাবতীয় ডকুমেন্ট তুলে দেওয়া হয়। বাবলু শেখের এই সততায় মুগ্ধ পুলিশের কর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

সন্দেশখালির ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুলিশ, সরজমিনে ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: বুধবার রাত থেকে এলাকায় যেভাবে দুস্কৃতী তান্ডব চলছে আজও তা অব্যাহত। আজ জেলা তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য শিবু হাজরার ৩ টি পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটি বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে তান্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি বারাসত রেঞ্জ সুমিত কুমার।

তিনি জানান, এলাকায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। সুমিত কুমার বলেন, দুস্কৃতীরা পোল্ট্রি ফার্মে ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে এটাই জানাতে চাই, যারাই এই কাজ করছে যে পুরুষ মহিলা যেই হোন এমনকী যারা এই ঘটনার পেছনে উস্কানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে সেটা আমরা সমাধান করা হবে। যদি কেউ আইন হাতে নেয় তাহলে ছাড়া হবে না। তিনি বলেন, যেহেতু এলাকাটি খুবই দুর্গম সেকারনে দুস্কৃতীরা সুযোগ নিয়েছে। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাত সন্দেশখালির মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। সুকুমার বলেন, কিছু দুস্কৃতী পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগিয়ে, ভাঙচুর করে ব্যাপক তান্ডব চালিয়েছে, একটা কেজি স্কুলে তান্ডব চালিয়েছে। আমরা এলাকার মানুষকে কোন প্ররোচনায় পা না দিতে আবেদন করেছি। অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে ৫১ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও যে বহিরাগতরা গোলমাল পাকাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নবান্নে সাংবাদিক রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা এ কথা জানান। গত তিনদিন ধরে সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে তার ওপর নজর রাখছে পুলিশ। কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, এই ঘটনার পেছনে কাদের মদত আছে, সব বিষয়টি চিহ্নিত করতে তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার নবান্নে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান। তিনি বলেন, যারা গোলমাল পাকাচ্ছে এবং যাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে সব বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে অভিযোগ দেওয়া মাত্র পুলিশ তদন্তে এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটা সম্ভব নয়। কারণ সব বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। তদন্তের পর সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুক্রবার দুপুরের দিকে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিকেল থেকে সন্দেশখালি, জেলিয়াখালি এইসব এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত আছে বলে দাবি করেন রাজ্য পুলিশেরএডিজি(আইন শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের এডিজি(আইন শৃঙ্খলা), তিনি কেউ কোন অভিযোগ করলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তদন্ত করে বলেও আশ্বাস দেন। এদিকে সন্দেশখালিতে শুক্রবার দুপুরে অস্ত্র হাতে বহিরাগতদের দাপাদাপি করতে দেখা যায়। শুক্রবার বিকেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের মানুষজন। গ্রামের মানুষদের দাবি যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এদিকে বারাসতের ডিআইজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যারা মদত দিচ্ছেন, গ্রামবাসীদের ক্ষিপ্ত করছেন, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। এদিকে, জেলিয়াখালীতে সাধারণ মানুষের জমি জোর করে দখল করে তাতে পোল্ট্রি ফার্ম করেছিল বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে। বুধবারের পর ফের শুক্রবার সকাল থেকে সেই সব জমি দখলের নামল গ্রামবাসীরা। তারা শিবপ্রসাদের পোল্ট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ দুর্ঘটনায় জখম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এবার পথ দুর্ঘটনায় আহত হলো চার জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিক পরীক্ষার ষষ্ঠ দিনে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে পুলমাথা সংলগ্ন এলাকায় ঘটে দুর্ঘটনা। জামালপুর গার্লস স্কুলের চারজন ছাত্রী টোটোয় করে যাচ্ছিল পরীক্ষা দিতে সেলিমাবাদ হাই স্কুলে। একটি লরির সাথে ঘটে দুর্ঘটনা। আহত হয় ছাত্রীরা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় টোটোটি। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় জামালপুর থানার পুলিশ। তাদের উদ্ধার করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েই জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে নিয়ে আসেন চিকিৎসক। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা পরীক্ষায় বসেছে। লরিটিকে আটক করেছে জামালপুর থানার পুলিশ।

বাড়ি সামনে রাস্তার দখলকে কেন্দ্র করে চার ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বাড়ি সামনে রাস্তার দখলকে কেন্দ্র করে চার ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ।গুরুতর আহত দুই গৃহবধূ।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাণীপুরা গ্রামে।এই ঘটনায় ব্যাপক মারধরের ফলে আহত হয়েছে সঞ্জীবা খাতুন(৫০) ও দুলালী খাতুন(৪০) নামে দুই গৃহবধূ।ওই দুই গৃহবধূকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।ঘটনার জেরে এদিন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।দুই পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিপুরা গ্রামের বাসিন্দা আলাউদ্দিন, সুজারুদ্দিন ও হাকিমুদ্দিন এই তিন ভাইয়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দখলকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল ভাই শামসুদ্দিন এর।এদিন দুপুরে শামসুদ্দিন এর পরিবারের লোকেরা ওই রাস্তার উপর বিচালির পালা এবং বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ।এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে রাস্তার দখল নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং পরে তা সংঘর্ষে পরিণত হয়।এই ঘটনায় সুজারুদ্দিন ও হাকিমুদ্দিন এর দুই স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে শামসুদ্দিনের পরিবার বলে অভিযোগ।গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে এই ঘটনায় দুই পক্ষ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। ভাই সুজারুদ্দিন জানান,তাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটি রয়েছে সাড়ে চার শতক।এই রাস্তাটিতে চার ভাইয়ের অংশ রয়েছে।তবে শামসুদ্দিন এদিন সমগ্র রাস্তাটি দখল করে বিচালির পালা ও বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।বাধা দিতে গেলে শামসুদ্দিনের স্ত্রী সহ দুই ছেলে তাদের পরিবারের দুই মহিলাকে বেধরকভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ।অভিযুক্ত শামসুদ্দিনের ছেলে আমেরুল ইসলাম জানান,তার কাকারা তাদের অংশের রাস্তাটি দখল করে রেখেছে।তাই এদিন তারা নিজের অংশের রাস্তার উপরে বাঁশের ব্যারিকেড ও বিচালির পালা দিচ্ছিল।এতে তারা বাধা দিতে আসলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের জানান,দুই পক্ষই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

'স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টো' নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এসআইও পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে 'স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টো' শিরোনামে সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার আব্দুল ফাত্তাহ অডিটোরিয়াম। অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কলকাতার বিভিন্ন কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবন্ধুরা। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ইস্যুকে চর্চায় তুলে আনাই ছিল এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।

এদিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি রামিস ইকে। ছাত্র বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য সভাপতি সাঈদ মামুন। উপস্থিত ছিলেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াকিল। এদিনের এই গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ আলোচনা রাখেন এআইডিএসও'র রাজ্য কমিটির সদস্য সায়ন্তন বোস, ফ্রাটার্নিটি মুভমেন্টের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মহ: ইসমাইল, আইসা'র নেতা ঋতম মাজি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইরফান সাদিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মানসারুল হক, মেডিকেলের ছাত্র তামিম লস্কর, নিজাম পারভেজ, মিসবাহ আহমেদ প্রমুখ।

জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দপ্তরে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দপ্তরের কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে শুক্রবার পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদের পৌরোহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,স্থায়ী সমিতির সদস্য সামিম আরা খাতুন, ভানুমতী বালা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সচিব প্রভাত চ্যাটার্জি, উপসচিব প্রলয় বাবু,বিভাগীয় বনাধিকারিক আকিব আলম,ত্রাণ ও পূর্নবাসন আধিকারিক উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্তি উপসচিব উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ,রেঞ্জ অফিসার বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা,রেঞ্জ অফিসার ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক-২ (D.L&L.R.O.) উত্তর ২৪ পরগনা প্রমুখ।

এদিনের আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল জেলার সকল ব্লকের পাট্টা সংক্রান্ত নথি বিষয়ে আলোচনা। জেলা পরিষদের সকল স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক নথি পেশ ও তার থেকে আদায়কৃত রাজস্বের পরিসংখ্যান পেশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি ব্লক ভিত্তিক ল্যান্ড ব্যাঙ্ক গঠন বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।জেলার প্রতিটি ব্লকে নতুন চারা গাছ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।জেলা বন দপ্তরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও উদ্ধার নিয়ে আলোচনা। সবুজশ্রীর ব্লক ভিত্তিক পর্যালোচনা।জেলার প্রতিটি রেঞ্জ অফিসের কাজের গঠনমূলক আলোচনা।জওহরকুঞ্জ বিট অফিসের গঠনমূলক আলোচনা।জেলা বন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহ অন্যান্য। আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মাধ্যক্ষ ফারহাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। পাশাপাশি জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর সহযোগিতায় গঠনমূলক কাজ পরিচালনায় সবরকমের সহযোগীতা প্রশংসনীয়। তিনি জেলার সমস্ত বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জমির নাম পত্তনের ও শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়ে কতগুলি সমস্যা আছে, নাগরিকরা যাতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পরিষেবা পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। বিগত দিনে পাট্টা বিতরণ করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা গেছে,অমীমাংসিত পাট্টাগুলির বিষয়ে আশু সমাধান করা প্রয়োজন। বিলিযোগ্য খাস জমির পরিমাণ কত এবং কত খাসজমি চিহ্নিত করার বাকি আছে সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত মানুষ বা প্রান্তিক হিসাবে যাদের কোনও থাকার জায়গা নেই, তাদেরকে যাতে পাট্টা দেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাট্টা বিতরণের কাজে অধিকাংশ ব্লকের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়, সেগুলি সমাধান করার জন্য বলেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কাজ শুরু জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ১৫৪ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এর জেরে পচনশীল ও অপচনশীল পদার্থের পৃথকীকরন কাজ সহজ হবে বলে মনে করেন পুরসভা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় এই কেন্দ্র নির্মাণ চলছে। পুরসভার সব ওয়ার্ডের বর্জ্য পদার্থ এখানে ফেলা হবে। তারপর তা পৃথকীকরন করে সার উৎপন্ন করে তা বাজার জাত করা হবে।পুরসভা থেকে কিছু দূরে জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়লাপোতা এলাকায় ১০ বিঘা জমিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে।সম্প্রতি এর উদ্বোধন করেছেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। জয়নগর মজিলপুর পুরসভা ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।জন সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। প্রত্যেক ওয়ার্ডের পুর নাগরিকদের পচনশীল ও অপচনশীল পদার্থ ফেলার জন্য সবুজ ও নীল বালতি দেওয়া হয়েছে। সেই সব বর্জ্য পদার্থ এই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের পাশেই জমা করা হচ্ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মণ্ডল বলেন, জমিতে শেড নির্মাণ করা হবে। তারপর সেখানে মেশিনের মাধ্যমে পৃথকীকরনের কাজ শুরু হবে। পুরসভার আয় বাড়াতে উন্নত মানের সার তৈরি করে তা বাজারজাত করে আয় বৃদ্ধি করবে। প্ল্যাস্টিক গুলো একেবারে আলাদা করা হবে।

প্রথম নজর

উমরাহ করলেন ২৯ দেশের পাঁচ শতাধিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে গত এক মাসে বিশ্বের ২৯টি দেশের ৫০০ ইসলামী ব্যক্তিত্ব পবিত্র উমরাহ পালন করেছেন। গত ১ ফেব্রুয়ারি উমরাহ প্রগ্রামের দ্বিতীয় দফায় এবার ১৫ দেশ থেকে ২৫০ জন উমরাহযাত্রী মদিনায় পৌঁছেন। দেশটির ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গেস্ট অব কাস্টডিয়ান অব টু হলি মস্ক প্রগ্রামের আওতায় তাঁরা উমরাহ করেন। এবার উমরাহ পালন করা দেশগুলো হলো–বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া, কসোভো, ম্যাসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, গ্রিস, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এর আগে গত ৩ জানুয়ারি সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ এক রাজকীয় নির্দেশনায় এ বছর বিশ্বের সব দেশ থেকে সর্বমোট এক হাজার মুসলিম ব্যক্তিত্বকে পবিত্র উমরাহ করানোর অনুমোদন দেন। পরদিন প্রথম দফায় মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, লাওস, হংকংসহ পূর্ব এশিয়ার ১৪টি দেশ থেকে ২৫০ জন মুসলিম ব্যক্তিত্ব পবিত্র উমরাহ পালন করতে সৌদি আরব যান।

উমরাহ পালনের পাশাপাশি তাঁদের মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করানো হয়। মদিনায় অবস্থানকালে পবিত্র মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা, বদর ও ওহুদ প্রান্তরসহ ইসলামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন করেন।

আর মক্কায় অবস্থানকালে পবিত্র কাবাঘরের গিলাফ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কিং আবদুল আজিজ কমপ্লেক্সসহ পবিত্র মসজিদুল হারামের আশাপাশ এলাকা পরিদর্শন করেন।

সৌদি আরব প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে এক হাজারের বেশি মুসলিম ব্যক্তিত্বের পবিত্র হজের আয়োজন করে থাকে। গত বছর দেশটির সরকার বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশ থেকে কয়েক হাজার জনকে হজ করিয়েছে।

সরকার গঠন করার মতো আসন নেই: নওয়াজ শরীফ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলেছেন, পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) বৃহত্তম দল। তবে তবে সরকার গঠন করার মতো সংখ্যা (আসন) নেই।

শুক্রবার লাহোরে পিএমএল-এন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নওয়াজ শরীফ এ কথা বলেন বলে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

শরীফ বলেন, নির্বাচনের পর সবচেয়ে বড় দল পিএমএলএন। দেশকে কঠিন সময় থেকে বের করে এনেছি এবং আবারও করবো। সরকার গঠনের জন্য সব দলকে একত্রিত হওয়া উচিত এবং আমরা তাদের পাকিস্তানকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে আমাদের সঙ্গে বসতে আমন্ত্রণ জানাই।

সরকার গঠন করার মতো সংখ্যা নেই স্বীকার করে পিএমএল-এন প্রধান বলেন, সবদল মিলে সরকার গঠন করা উচিত এবং সংকট থেকে উত্তরণে অন্যান্য দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পাকিস্তানকে 'পরিবর্তন' করতে অন্যান্য দলের সঙ্গে একত্রে বসতে চান বলেও জানিয়ে নওয়াজ শরীফ বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রাপ্ত ম্যান্ডেটকে সম্মান করি।

২৯ জনের প্রাণ বাঁচিয়ে সম্মাননা পাচ্ছেন এক ব্রিটিশ মুসলিম তরুণ

আপনজন ডেস্ক: আত্মহত্যা থেকে বাঁচিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন ব্রিটিশ মুসলিম তরুণ রিজওয়ান জাভেদ। ২০১৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি ২৯ জনকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচতে সহায়তা করেছেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মানজনক পুরস্কার এমবিই (মেম্বার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার) প্রাপ্তদের তালিকায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।

জাভেদ বর্তমানে পূর্বলন্ডনের ইলিং ব্রডওয়ে স্টেশনে এমআরটি এলিজাবেথ লাইনে কাজ করেন। তাঁর দায়িত্ব হলো, স্টেশনে আসা ট্রেন ও যাত্রীদের নিরাপত্তার তদারকি করা। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মানুষদের বাঁচার অনুপ্রেরণা দেওয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করেন তিনি। ২০১৪ সালে রেলওয়েতে যোগ দিয়ে জাভেদ সামারিটান প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। তখন তিনি দুর্বল ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের পদ্ধতি, তাদের সঙ্গে কথোপকথনের ধরন এবং তাদের সুরক্ষা নিয়ে অনেক কিছু শেখেন। প্রশিক্ষণের দুই দিন পর একটি স্টেশনে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এ পদ্ধতি অনুসরণ করে একজনকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচতে সহায়তা করেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি সামারিটানস লাইফসেভার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। এর মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যাঁরা জীবন বাঁচাতে নিজেদের কথা বলা ও শোনার দক্ষতা ব্যবহার করেন।

এমবিই অর্জনের চিঠি পাওয়ার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জাভেদ বলেন, ডাকযোগে তাঁর কাছে এমবিইয়ের চিঠি পৌঁছে। তখন তিনি ঘুমে থাকায় তাঁর মা তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে চিঠিটি পড়ান। চিঠিটি পড়ে তিনি বলেন, 'আমি খুবই অবাক হয়ে পড়ি। আমি মনে করি, এ পুরস্কার আমাকে আরো বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ দেবে এবং আমার কাজকে আরো এগিয়ে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস দেবে।'

গাজার যুদ্ধ বন্ধের ক্ষমতা আমার নেই: জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ এবং সেখানকার মানুষের কষ্টের অবসান ঘটাতে না পারায় গভীর দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আরব নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

গুতেরেস বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে বড় হতাশা হলো–এত বড় পরিসরে দুর্ভোগ দেখেও এটিকে থামানোর ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এটি বন্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই।' এ সময় তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'অন্তত মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সম্মান করার শর্ত তৈরি করতেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।'

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, 'আমি আমার আওয়াজ তুলতে পারি এবং আমি তা করিও। আমি মাঝে মাঝে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বাকি সবাইকেও তো ঐকমত্যে যোগ দিতে হবে। আমার সবচেয়ে বড় হতাশা হলো–এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে বা অন্তত পক্ষে মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সম্মান করার শর্ত তৈরি করার ক্ষমতা না থাকা।'

এর আগে, গত জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিতে 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' ইসরায়েলের দিক থেকে প্রত্যাখ্যান করাকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে আখ্যা দেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এর ফলে গাজায় সংঘাত দীর্ঘায়িত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গুতেরেস বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে অস্বীকার করা কেবল উগ্রপন্থীদের উৎসাহিত করবে এবং সংঘাতকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রসারিত করবে। তিনি বলেন, 'ইসরায়েলি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে গত সপ্তাহে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান যেভাবে স্পষ্ট করে বারবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তা অগ্রহণযোগ্য।'

তিনি বলেন, 'এই প্রত্যাখ্যান এবং ফিলিস্তিনি জনগণের রাষ্ট্রের অধিকার অস্বীকার করা অনির্দিষ্টকালের জন্য একটি সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করবে। এই সংঘাত বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গুতেরেস আরও বলেন, ভয়, ঘৃণা ও সহিংসতার অন্তহীন চক্র থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান। এটিকে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গুতেরেসকে উদ্ধৃত করে দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গাজার সমগ্র জনগোষ্ঠী এমনভাবে এবং গতিতে ধ্বংসের শিকার হচ্ছে, যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। কোনো কিছুই গাজার জনগণের সম্মিলিত শাস্তিকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।'

ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা : ব্যাপক হুমকিতে দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা দায়ের করার পর থেকে ব্যক্তিগতভাবে হুমকিমূলক বার্তা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেদি পান্দর। শুক্রবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নালেদি পান্দর বলেন, 'আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভেকি সেলের সাথে কথা বলেছি কারণ আমি বিভিন্ন বার্তা পাচ্ছি এবং আমি অনুভব করেছি যে-আমাদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, তিনি তার পরিবার নিয়ে আরো উদ্বিগ্ন কারণ সামাজিক মাধ্যমের কিছু বার্তায় তার সন্তানদের নাম উল্লেখ করা হয়।

নালেদি পান্দর ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, যারাই ইসরাইলি নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদের ভয় দেখানোর জন্য হুমকি দেয়া হয়।

তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দিনে ফিলিস্তিন তাদের পাশে ছিল, তাই তারাও ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াতে চায়।

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের সাথে থাকতে হবে এবং তাদের সাহসের প্রশংসা করা উচিত।'

ইউক্রেনে রাশিয়া পরাজিত হতে পারে না: পুতিন

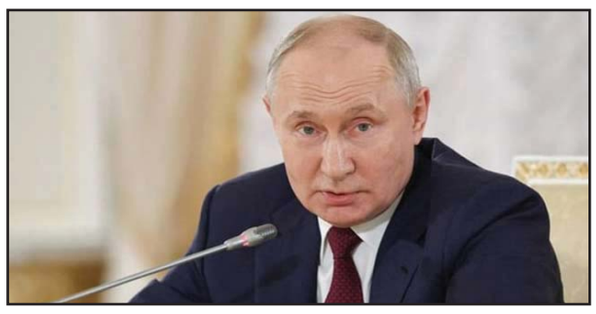

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিতর্কিত ডানপন্থী সাংবাদিক টুকার কার্লসনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পশ্চিমাবিশ্বের বোঝা উচিত ইউক্রেনে রাশিয়াকে পরাজিত করা 'অসম্ভব'। সাক্ষাৎকারটি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়।

ফক্স নিউজের সাবেক মালিকের সাথে দুই ঘণ্টার এক সাক্ষাৎকারে পুতিন আরো বলেন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কারাবন্দী রিপোর্টার ইভান গারশকোভিচের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো যেতে পারে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের দুই বছর পূর্তির প্রাক্কালে তিনি এই সাক্ষাৎকার দেন। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলীর আওতায় বিশেষ সার্ভিস চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনা করা হচ্ছে।'

সাক্ষাৎকারের সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই প্রতিবেদক হচ্ছেন একজন গুপ্তচর।

এই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এমন অভিযোগ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং মার্কিন সরকার একেবারে নাকচ করে দিয়েছে।

২০১৯ সালের পর পশ্চিমা গণমাধ্যমের কোনো সাংবাদিককে দেয়া এটি ছিল পুতিনের প্রথম সাক্ষাৎকার।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হোয়াইট হাউসের প্রার্থী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কার্লসন কিছু কঠিন প্রশ্ন জানতে চাইলে তিনি বেশির ভাগই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এ সময় ক্রেমলিনের নেতা তাকে রাশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর বক্তব্য দেন। পুতিন বক্তৃতায় বলেন, রাশিয়া বারবার পশ্চিমা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে।

পুতিন বক্তব্যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তের পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরে বলেন, এখন পশ্চিমারা বুঝতে পেরেছে যে, ইউক্রেনে মার্কিন, ইউরোপীয় এবং ন্যাটোর সহায়তা সত্ত্বেও সেখানে রাশিয়া পরাজিত হবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেনের সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করলেন জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডার ভ্যালেরি জালুঝনিকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে তিনি ইউক্রেন সেনাবাহিনীকে প্রায় দুই বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তম উমেরভ জালঝুনিকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা জানান।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর এটিই ইউক্রেনের সামরিক নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। জেনারেল জালুঝনি এবং প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যে বিরোধ চলা নিয়ে গুঞ্জনের পর বরখাস্তের ঘটনা ঘটল। সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনিকে বরখাস্তের পর যুদ্ধ-পারদর্শী জেনারেল অলেক্সান্ডার সিরস্কিকে প্রেসিডেনশিয়াল ডিক্রির মাধ্যমে নতুন পদে স্থলাভিষিক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, হাইকমান্ডকে 'নতুন করে সাজাতে' হবে এবং জেনারেল জালুঝনি 'দলের সাথে থাকতে পারেন'। তিনি বলেছেন, 'আজ থেকে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা দল ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।' বিবিসি বলছে, জেনারেল জালুঝনি একজন জনপ্রিয় জেনারেল যিনি ইউক্রেনীয় সৈন্য এবং জনসাধারণের কাছে খুবই বিশ্বস্ত এবং তিনি দেশটির একজন জাতীয় বীর। সাম্প্রতি নানা জনমত রেটিংয়ে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির চেয়ে তার জনপ্রিয়তা বেশি বলে দেখা গেছে। জেলেনস্কি বলেছেন, সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তিনি এবং জেনারেল জালুঝনি 'খোলামেলা আলোচনা' করেছেন এবং রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য এই জেনারেলকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছেন। জেলেনস্কি বলেন, নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল সিরস্কির প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় ধরনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ-মাত্রায় আক্রমণের শুরুতে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরপর তিনি একই বছরের গ্রীষ্মে খারকিভে ইউক্রেনের বিস্ময়কর এবং সফল পাল্টা আক্রমণের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি পূর্ব ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৫ মি.

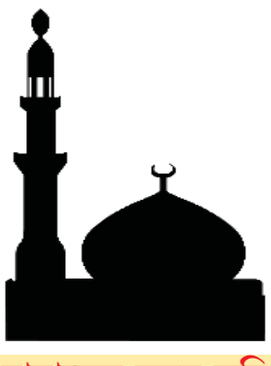

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১১
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৩৫	
এশা	৬.৪৫	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবি, ১৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার উপকূলে অভিবাসীবোঝাই নৌকা ডুবে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরো ২৭ জন। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে ৪০ জনেরও বেশি অভিবাসী ছিলেন এবং তারা সবাই সুদানি নাগরিক। তিউনিসিয়ার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নৌকায় থাকা মাত্র দুইজন বেঁচে গেছেন। নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে।

ইসরায়েলি হামলায় সন্তানসহ প্রাণ হারালেন সাংবাদিক

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্যালেস্টাইন টিভির সাংবাদিক নাফেজ আবদেল জাওয়াদ ও তার ছেলে নিহত হয়েছে।

গাজার দেইর আল বালাহর এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত আস সালামের একটি আবাসিক ভবনে চালানো ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারান তারা।

এই হামলায় জাওয়াদ ও তার একমাত্র ছেলে ছাড়াও আরো অনেকে হতাহত হয়েছেন।

সংঘাত শুরুর পর থেকে গাজায় এখন পর্যন্ত ১২২ জনের বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

সংহিসতার ১২৫তম দিনেও গাজার বিভিন্ন অবস্থান জুড়ে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামাসসহ অন্য প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোও ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অব্যাহত রেখেছে। চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২৮ হাজারের বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে।

কাতাইব হিজবুল্লাহর কমান্ডারকে হত্যার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: ইরাকে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী কাতাইব হিজবুল্লাহর এক কমান্ডার বুধবার মার্কিন হামলায় নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার জবাবে ইরাকে একতরফা হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলার সরাসরি পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণের জন্য দায়ী কাতাইব হিজবুল্লাহর এক কমান্ডারকে হত্যা করা হয়েছে। তবে বিবৃতিতে কমান্ডারের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে একটি গাড়িতে ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন আবু বাকির আল সাদি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে। ওই হামলায় ইরাকের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (পিএমএফ) এর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

কাতাইব হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ও কমান্ডাররা পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সের অংশ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, ৫ মেরিন সেনার লাশ উদ্ধার

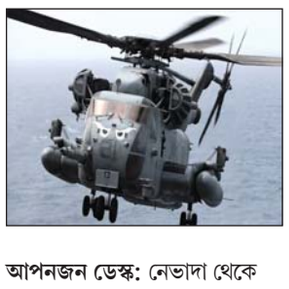

আপনজন ডেস্ক: নেভাদা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় হেলিকপ্টারে ভ্রমণের সময় নিখোঁজ হওয়া পাঁচজন মেরিন সেনার লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছেন। সান ডিয়াগোর বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় শীত ঝড়ের কবলে পড়ে ইউএস মেরিন কার্পোসের একটি প্রশিক্ষণ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে তারা নিহত হন।

কর্মকর্তারা জানান, মেরিন সেনারা নেভাদার ক্লার্ক কাউন্টির ক্রিচ এয়ার ফোর্স বেস থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে মেরিন কর্পস এয়ার স্টেশন মিরামার পর্যন্ত একটি সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে যায়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে হেলিকপ্টারটি তার সর্বশেষ অবস্থান জানায়। মেরিন কর্পস অনুসারে, এরপরেই হেলিকপ্টারটি নিখোঁজ হয়ে যায়। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে সান দিয়েগোর পূর্ব দিকে একটি পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির সন্ধান পাওয়া যায় বলে কর্মকর্তারা জানান। এরপর মেরিন সেনাদের সন্ধানে অভিযান শুরু হয়। তবে ভারি বৃষ্টি এবং তুষারপাতে কারণে তল্লাশি প্রচেষ্টা বেশ জটিল হয়ে পড়েছিল।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৫ মাঘ ১৪৩০, ২৮ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সঠিক কাজ

প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, ‘আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!’ সেই শুভদিন আসা সহজ নহে, তবে তাহা একসময় আসিবে নিশ্চয়ই। গত অর্ধশতকে চারিদিকে বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বৈভব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার চোরাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র বিশ্বই এত অস্থিতিশীল ও অস্থির হইয়া উঠিতেছে যে, পৃথিবীবাসী যেন স্বস্তিময় জীবন হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে বহু যোজন দূরে। যদিও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ‘সুখ’ ব্যাপারটা হইল ‘স্টেট অব মাইন্ড’। এই ক্ষেত্রে কোটি টাকার প্রশ্ন তোলা যায়–কতখানি সুখে রহিয়াছে বাংলাদেশের মানুষ? মহাভারতের একটি অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা। সেইখানে এক জায়গায় যখন আত্মীয়দের হটাইয়া অখণ্ড রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–‘এখন কি হইয়াছ সুখী?’ দুর্যোধন তখন দম্ভ ভরিয়া এই উত্তর দেন–‘সুখ চাহি নাই মহারাজ!/ জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।’ অর্থাৎ সুখের দরকার নাই, জয় অর্জনই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বের অনেকের নিকট দুর্যোধনের মতো জয়টাই মুখ্য, সুখ নহে। আর এইখানেই যত সংকট, যত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা।

ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল থাকিবেই। এই জন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস বলিয়াছেন ধৈর্যের কথা। তিনি মনে করিতেন, ধৈর্যের অভাবের কারণে অনেক বড় বড় সম্ভাবনা ধ্বংস হইয়া যায়। বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমি মনে করিতেন–ধৈর্য মানে ভবিষ্যেক দেখতে পাওয়া। এই জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যখন মানুষকে সীমাহীন কষ্ট, বালামুসিবত, বাধাবিপত্তির মধ্যে ফেলেন, তখন তিনি দেখিতে চাহেন–ঐ ব্যক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি না। যাহার মধ্যে ধৈর্য নাই, ধরিয়া লইতে হইবে তিনি একজন দুর্বল মনের মানুষ। একইভাবে, যাহার ধৈর্য নাই, তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও নাই। অধৈর্য অস্থিরতা কত বড় ক্ষতি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুলজারের দেশভাগসংক্রান্ত একটি গল্প হইতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় একটি গরিব পাঞ্জাবি পরিবার সদ্যোজাত যমজ বাচ্চা লইয়া ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ছাদে উঠিয়াছেন। ভিড়ের চাপে বাবা-মা খেয়ালই করেন নাই কখন তাহাদের একটি বাচ্চা মারা গিয়াছে। ট্রেন তখন নদী পার হইতেছে, একজন বলিয়া উঠিলেন, সর্দারজি, মরা বাচ্চাকে আর কোলে রাখিয়া লাভ নাই, গুনাহ হইবে, নদীতে ভাসাইয়া দাও। দেশভাগ, দেশত্যাগ, বাচ্চার মৃত্যু–সর্দারজির তখন মাথার ঠিক নাই, তিনি বউয়ের কোল হইতে জোর করিয়া বাচ্চাটিকে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দিলেন নদীর জলে। রাতের অন্ধকারে একটি বাচ্চার কান্নার কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণেই সর্দারজি সন্দিহান হইয়া বউয়ের কোলে হাত দিয়া দেখিলেন–তাহার বউ মরা বাচ্চাটিকে কোলে লইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন। জীবিত বাচ্চাটি তখন নদীর গভীরে। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করিতে গিয়া তিনি মৃত বাচ্চার পরিবর্তে জীবিত বাচ্চাটিকেই ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন!

আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া হীরা ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লই হাতে। অমূল্য হীরা হারাই, আর যেই কাচ তুলিয়া লই, তাহাতে হাত কাটে। সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে ঠান্ডা মাথায়। ইহার সহিত ভুলিয়া গেলে চলিবে না–একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আধাসামন্তবাদী সমাজ হইতে আমাদের উত্তরণ ঘটিয়াছে। কোনো অন্ধকারই রাতারাতি দূর হয় না। ইহাও দূর হইতে সময় লইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের সুরা নাজম ৩৯ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন–‘মানুষ যাহা চেষ্টা করে, তাহাই সে পায়।’ সুতরাং আমাদের সঠিক কাজটি করিতে হইবে।

হুথির বিরুদ্ধে চিন যে কারণে যুদ্ধ করবে না

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে চিন তিন ‘না’ নীতি মেনে চলে। এই তিন ‘না’ হলো: কোনো সহযোগিতা নয়, কোনো সমর্থন নয় ও কোনো সংঘাত নয়। এই মূলনীতির কারণে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের পথে ইরান-সমর্থিত হুথিরা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালেও চীন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিখেছেন **ইয়ান সান**।

চিনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সজ্জিত: এক. কোন বিষয়কে চীন হুমকি বলে মনে করে। দুই. যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরাশক্তির প্রতিযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে যে কৌশলনীতি তারা প্রণয়ন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে চীন তিন ‘না’ নীতি মেনে চলে। এই তিন ‘না’ হলো: কোনো সহযোগিতা নয়, কোনো সমর্থন নয় ও কোনো সংঘাত নয়। এই মূলনীতির কারণে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের পথে ইরান-সমর্থিত হুথিরা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালেও চীন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় হুথিরা লোহিত সাগরে আক্রমণ পরিচালনা করছে। এই আক্রমণে চীনের পতাকাবাহী জাহাজ সরাসরি আক্রান্ত হচ্ছে না। গত মাসে হুথির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘোষণা দেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়–এমন কোনো জলযানে তারা হামলা করবে না।

কিন্তু হুথিদের আক্রমণ চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রভাব ফেলছে। তার কারণ হলো, চীনের পতাকাবাহী জাহাজগুলোকে এখন ইসরায়েলের সঙ্গে যোগসূত্র থাকা পণ্য পরিবহনে বিরত থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু একটা জাহাজ কোন দেশের, তা শনাক্ত করার কাজটি সব সময় খুব সহজ ব্যাপার নয়। সে কারণে চীনের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো জাহাজ আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েই যাচ্ছে। কিন্তু লোহিত সাগর এড়িয়ে অন্য পথে জাহাজ চলাচল বেশ ব্যয়বহুল। লোহিত সাগরে বৈশ্বিক বাণিজ্যের সবচেয়ে

কোনো পরিস্থিতিতেই চীন হুতিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজোটে যুক্ত হবে না। এটা শুধু চীনের প্রথম ‘না’ নীতির কারণেই নয়; ইসরায়েল ও আরব বিশ্ব এবং সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে চীন যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতে চলছে, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও তারা যুদ্ধে জড়াবে না। কিন্তু লোহিত সাগরে হুতির কর্মকাণ্ড তো চীনের ক্ষতির কারণ হচ্ছে। তাহলে চীনের সামনে বিকল্প কী?

সংবেদনশীল একটি করিডর। চীনের জাহাজ যদি ইউরোপে যেতে চায়, তাহলে লোহিত সাগরের বিকল্প পথ হচ্ছে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাওয়া। প্রচলিত পথ সুয়েজ খাল হয়ে ইউরোপে যেতে যেখানে ২৬ দিন লাগে, সেখানে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যেতে দরকার হয় ৩৬ দিন। তাতে রপ্তানি বাণিজ্যের খরচ বেড়ে যায় অনেকটাই।

দীর্ঘ পথ ঘুরে জাহাজ এলে আমদানি খরচও বেড়ে যায়। সেটা চীনের মূল্যস্ফীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আমদানি করা জ্বালানি তেলের দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে এরই মধ্যে মন্দভাবে থাকা চীনের অর্থনীতি আরও বড় চাপের মধ্যে পড়বে।

সুতরাং লোহিত সাগরে হুথিরা চীনের জাহাজে সরাসরি আক্রমণ না করলেও তাতে চীনের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে, যদি হুথি ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের চলমান সংঘাতে ইরান জড়িয়ে পড়ে। সেটা হলে হরমুজ প্রণালি আক্রান্ত হবে এবং চীনের জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে হুমকি তৈরি হবে।

এখন পর্যন্ত হুথিরা যে হুমকি তৈরি করছে, সেটাকে চীন মধ্যম পর্যায়ের বা চূড়ান্ত হুমকি বলে মনে করছে না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে চীনের কর্মকর্তারা ইরানের কর্মকর্তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তাঁরা হুথিদের ওপর চাপ দেন। কিন্তু ইরানের ওপর চীনের কিছু মাত্রায় প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বেইজিংয়ের পক্ষে তেহরানের নীতি নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ খুবই কম। আবার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও হুথিদের ইরান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সেটাও নয়। আপাতভাবে যুক্তরাষ্ট্র যা-ই ভাবুক না কেন, কূটনৈতিক পথে হুথিদের লাগাম টেনে ধরার সামর্থ্য চীনের সীমিত। আর চীনও খুব বেশি দূর এগোবে বলে মনে হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত চীনের কৌশলনীতিপ্রণেতারা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের লেন্স দিয়ে দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতাও চীনের জন্য খারাপ কোনো ব্যাপার নয়। চীনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ইসরায়েলকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে দুর্দশায় (মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক) পড়েছে, তা দেখে আনন্দ পাওয়া লোকের ঘাটতি নেই।

কোনো পরিস্থিতিতেই চীন হুথিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজোটে যুক্ত হবে না। এটা শুধু চীনের প্রথম ‘না’ নীতির কারণেই নয়; ইসরায়েল ও আরব বিশ্ব এবং সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে চীন যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতে চলছে, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও তারা যুদ্ধে জড়াবে না। কিন্তু লোহিত সাগরে হুথির কর্মকাণ্ড তো চীনের ক্ষতির কারণ হচ্ছে। তাহলে চীনের সামনে বিকল্প কী?

একটা সম্ভাব্য পথ হচ্ছে লোহিত সাগরে চীনের নৌবাহিনীর পাহারায় তাদের কার্গো জাহাজগুলো চালানো। ২০০৮ সাল থেকে এডেন উপসাগরে জাহাজ চলাচলে চীন সেটা করে আসছে। কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংবিধির ওপর ভিত্তি করে এডেন উপসাগরে জাহাজে পাহারা দিচ্ছে চীন। লোহিত সাগরের ক্ষেত্রে সে রকম কোনো সংবিধি না থাকায় চীন এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে অনিচ্ছুক। তারপরও সম্প্রতি চীন লোহিত সাগরে সেটা শুরু করেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সংকটে চীনের জন্য সবচেয়ে সহজ ও রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক পথটা ভিন্ন। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে যে টালমাটাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে ‘দুই রাষ্ট্র সমাধান’ অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ব্যর্থতাকে দায়ী করছে চীন। তারা বলছে, চলমান সংকটের যেকোনো বাস্তবসম্মত সমাধানের পূর্বশর্ত দুই রাষ্ট্র সমাধান।

চীন এটা ভালো করেই জানে, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র সমাধান শিগগির বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। কেননা, তাতে ইসরায়েল ও পুরো মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিকভাবে বদলে যাবে। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে সম্ভবত দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়টি মূল প্রশ্ন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে খর্ব করাই মূল প্রশ্ন।

ইয়ান সান স্টিমসন সেন্টারের পূর্ব এশিয়া কর্মসূচির জ্যেষ্ঠ ফেলো ও সহপরিচালক এবং চীন কর্মসূচির পরিচালক

ইংরেজি থেকে অনূদিত

‘ভারতরত্ন’ সম্মাননা পাচ্ছেন দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

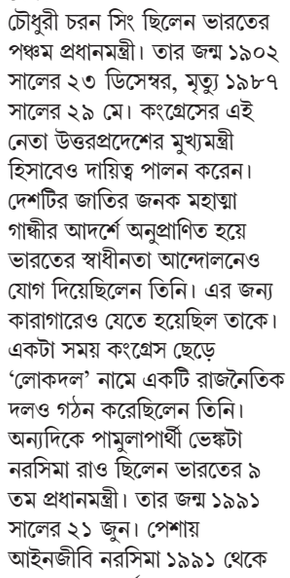

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের জন্য ভারত সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ‘ভারতরত্ন’ (মরণোত্তর) সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে দেশটির দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত চৌধুরী চরন সিং এবং পি ভি নরসিমারাও’কে। এছাড়া মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মাননা দেয়া হচ্ছে ভারতে সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে অন্যতম অবদান রাখা প্রসিদ্ধ কৃষি বিজ্ঞানী প্রয়াত এম এস স্বামীনাথনকেও। শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘোষণা দেন।

চৌধুরী চরন সিং ছিলেন ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী। তার জন্ম ১৯০২ সালের ২৩ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১৯৮৭ সালের ২৯ মে। কংগ্রেসের এই নেতা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। দেশটির জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এর জন্য কারাগারেও যেতে হয়েছিল তাকে। একটা সময় কংগ্রেস ছেড়ে ‘লোকদল’ নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে পামুলাপার্থী ভেঙ্কটা নরসিমা রাও ছিলেন ভারতের ৯ তম প্রধানমন্ত্রী। তার জন্ম ১৯৯১ সালের ২১ জুন। পেশায় আইনজীবি নরসিমা ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারনৈতিক পুনর্গঠনের প্রবর্তনের জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ১৬ মে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ জিনতত্ত্ববিদ, প্রশাসক এবং মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব মানকম্বু সাম্বাসিবন স্বামীনাথন’এর জন্য ১৯২৫ সালের ৭ আগস্ট জন্ম। মূলত ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের প্রধান স্থপতি ছিলেন স্বামীনাথন। তার হাত ধরেই ভারতে উচ্চ ফলনশীল গম ও ধানের জাত প্রবর্তন ও জলসেচ ইত্যাদির মাধ্যমে আসে আমূল পরিবর্তন। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে আসে নতুন সূর্যোদয়। তাই তিনি ভারতে সবুজ বিপ্লবের জনক হিসাবে পরিচিত।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কোন পথে?

জাহিদ হোসেন

চরম হতাশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে পাকিস্তানে ১৬তম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল। বলা বাহুল্য, ভোটের ফল আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছিল। এই লেখা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলছিল এবং কে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসছেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। (যদিও কেউ কেউ নওয়াজ শরিফের পুনরায় ক্ষমতায় আসার আভাস দিয়েছেন।) শুরুতেই উল্লেখ করা দরকার, নির্বাচনের আগে নানামুখী জল্পনাকল্পনার শেষ ছিল না।

নির্বাচনে কে জিততে পারে–এই আলোচনা ছাপিয়ে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল অসিম মুনির। মুনিরকে নিয়ে আলোচনা ঘুরপাক খাওয়ার কারণ, অনেকে মনে করেন, ক্ষমতা সুসংহত করার চেষ্টা করছেন তিনি। ঠিক এমন এক পটভূমিতে নির্বাচনের পর নতুন সরকারে মুনির কাকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসাবেন, তার দিকেই দৃষ্টি রয়েছে সবার।

এই নির্বাচনে স্বভাবতই ‘টপ ইস্যু’ হয়ে ওঠেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাকিস্তানের বৃহত্তম এই রাজনৈতিক দল নির্বাচন থেকে কার্যত বাদ পড়ে যায় আগেভাগেই। তবু চমকের শেষ ছিল না নির্বাচন ঘিরে। এই অর্থে বলা যায়, পাকিস্তানের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথের ওপর এই নির্বাচন বিরাট প্রভাব ফেলবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, নির্বাচনের পর দেশের ক্ষমতার সমীকরণে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে? আরো জটিল প্রশ্ন, কীভাবে আসবে সেই পরিবর্তন? ইমরানের দল পিটিআই ভোটের বাইরে ছিটকে পড়ায় সমীকরণ মেলানো কতটা সহজ হবে, সেই প্রশ্নও ঘুরেফিরে আসছে। নওয়াজ শরিফের ক্ষমতায় ফেরার মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই। অবশ্য তিন তিন বারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজের পুনরুত্থানের গল্প পাকিস্তানের রাজনীতির আবহমান বাস্তবতা বই কিছুই নয়। যদিও নওয়াজের ক্ষমতায় আসা মানেই ‘খেলা শেষ’ নয়! ভোটের আগ পর্যন্ত বিশ্লেষকেরা বলে যাচ্ছিলেন, চমক জাগানিয়া অনেক কিছুই ঘটতে পারে। বিপুলসংখ্যক ভোটার ভোটাভুটিতে অংশ নিলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে চলমান অচলাবস্থা কিছুটা হলেও প্রভাবিত হতে পারে। ব্যাপক হারে ‘স্বতন্ত্র’ প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে সমীকরণ পালটে দিতে পারেন তারা। এতে করে পালটে যেতে পারে সামগ্রিক রাজনৈতিক আবহ। ভোটের আগে অনেকে জোর দিয়ে এমনও বলার চেষ্টা করেছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জয়লাভের মাধ্যমে ‘একটি বিখণ্ডিত ম্যান্ডেট’ পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে ঠেলে দিতে পারে এক অজানা গন্তব্যের দিকে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ বারের মতো নওয়াজের রাজমুকুট পরার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতে পারে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের ক্ষণ, তথা ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের জন্য হয়ে ওঠে ‘গেম অব থ্রোনস’। ভোটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাজনীতিতে ‘এক নতুন অধ্যায়’ শুরুর অপেক্ষা চলে।

নির্বাচনের দিন কয়েক আগে কারাবন্দি করা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। বুশরা বিবির সঙ্গে বিধিবহির্ভূতভাবে বিবাহ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে। ইমরানের দলকে ছুড়ে ফেলা হয় নির্বাচনি প্রক্রিয়া থেকে। তবে নির্বাচনে অংশ নিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি ইমরানের দল ও সমর্থকেরা। পাকিস্তানের রাজনীতি একের পর এক উত্তাপ ছড়ায় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে। মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ইমরানকে তৃতীয় বারের মতো দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সাজা হিসেবে সর্বমোট ৩০ বছরের বেশি জেল হয়েছে তার। যদিও ইমরান ও তার দলের ভাষ্য, ‘এসব কেবলই সাজানো নাটক।’

ইমরানের বিরুদ্ধে যেসব বিষয়ে অভিযোগ গঠন করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে অবাক করেছে ‘বুশরা বিবির সঙ্গে বিবাহসংক্রান্ত ইস্যু’। এই অভিযোগে ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা সমগ্র জাতিকে লজ্জিত করেছে। উপহাস করেছে ন্যায়বিচারকে। কোনো সন্দেহ নেই, এই মামলার রায় নির্বাচনের ওপর ব্যাপক ছায়া ফেলে। অনেকে মনে করেন, ইমরানের বিরুদ্ধে যেসব শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে–পিটিআই ভোটারদের ভোট দিতে আসতে নিরুৎসাহিত করা। পিটিআইকে ভোটের মাঠের বাইরে রাখতেই এমন পরিকল্পনা!

বিপরীত ভাবনাও লক্ষ করা গেছে। ভোটের আগে অনেক বিশ্লেষক বলেছিলেন, ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করাটা হিতে বিপরীতও হতে পারে। কারণ, এর ফলে ইমরানের সংক্ষুব্ধ সমর্থকেরা ভয়ের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়া ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে ইমরান-সমর্থকদের কাছে।

ইমরানের ভোটাররা, বিশেষ করে যুবক ভোটাররা ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে, ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ করার মতো তেমন কোনো প্রচেষ্টা ভোটের আগের দিন পর্যন্ত স্পষ্ট না হলেও ভোটের দিন ঠিকই ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুঠোফোন সেবা সাময়িক স্থগিত রাখা হয় দেশ জুড়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির’ কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সহিংসতা ও হতাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ভোটের দিন। কুলাচি এলাকায় পুলিশের টহল দলকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা হামলা চালানো হয়। এতে নিহত হন পুলিশের চার সদস্য। এর দিন দুয়েক আগে বেলুচিস্তান প্রদেশে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রায় ৩০ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ দেখা দেয়। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পাকিস্তানে যে কোনো নির্বাচনেই প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে পাঞ্জাব। জাতীয় নির্বাচনের সময় তো কথাই নেই। জাতীয় পরিষদের অর্ধেকেরও বেশি আসন রয়েছে এই প্রদেশে। তাছাড়া পাঞ্জাব হচ্ছে দেশের বৃহত্তম প্রদেশ। আর এ কারণে বাড়তি নজরের পাশাপাশি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় প্রদেশ জুড়ে। ব্যতিক্রম ছিল না এবারও। যদিও নিরাপত্তা সংস্থার বিরুদ্ধে ইমরান সমর্থকদের অভিযোগ, পিটিআইসহ অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দমনমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এমনকি পিটিআইয়ের নির্বাচনি অফিস ও দল সমর্থিত প্রার্থীদের বাড়িতে চালানো হয় অভিযান। শুধু তাই নয়, পিটিআইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা থেকে দূরে রাখার জন্য তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে এ ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে স্বভাবতই। পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন কিংবা নির্বাচন কমিশন সব সময়ই ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করার কথা বলে আসছিলেন নির্বাচনের সময় জুড়ে। ফলে তাদের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন মহলে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, নির্বাচন কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থেকে যায়। অবাধ নির্বাচনের নিশ্চয়তা প্রদানকারী নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে ইসিপির ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এটা স্পষ্ট যে, নওয়াজের দল পিএমএল-এনের কাজ সহজ করার জন্য ভোটের মাঠ ‘পরিষ্কার’ করা হয়েছে। এই বিচারে, নওয়াজ শরিফের দল ভোটে জিতে ক্ষমতার মসনদে বসলেও তার প্রতি জনগণের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে ‘ভোট ম্যানিপুলেশন’ করে সব সময় প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না-ও হতে পারে। জনগণের সামনে ‘ইতিবাচক ফলাফল’ দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাও সব ক্ষেত্রে কাজ করে না। কারণ, সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

এই নির্বাচনে প্রতিটি প্রদেশের ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, নির্বাচন-পরবর্তী ক্ষমতার সমীকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব প্রদেশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এমন কিছু প্রদেশ রয়েছে, যেখানে পিটিআই তুমুল জনপ্রিয়। এসব অঞ্চলে নিরাপত্তা সংস্থার পক্ষে ভোট পরিচালনা করা খুব একটা সহজ নয়। এমন বাস্তবতা যেহেতু সবার জানা, তাই কিছু প্রদেশে নিরাপত্তা সংস্থা তলে তলে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা নিয়ে ভোটের আগে ছিল নানা কৌতূহল ও প্রশ্ন। নজিরবিহীন কারসাজি ও প্রাক্-নির্বাচন কারচুপি সত্ত্বেও গতকাল ‘৮ ফেব্রুয়ারি’ ছিল পাকিস্তানের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ, ভবিষ্যতে ইসলামাবাদের কপালে ঠিক কী আছে, তা ঝুলে ছিল এই দিনের ওপর। নির্বাচনের আগমুহূর্তে এক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন এভাবে–‘এবারের নির্বাচনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলাফল নিরাপত্তা সংস্থাকে গুরুতর পরীক্ষার মুখে ফেলবে। ফলে ভোট কারচুপিই হতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলোর তুরুপের শেষ তাস। তবে ভোটের পর জনগণ এসব কীভাবে গ্রহণ করবে, তাই আসলে বিবেচ্য বিষয়।’

লেখক: সাংবাদিক ও বিশ্লেষক

ডন থেকে অনুবাদ:

প্রথম নজর

পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সচেতনতা শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং 'ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন' ও ' স্পেড ' নামক দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিলি ব্লকের নওপাড়া তিওড় সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো।

এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতি শুভায়ু ব্যানার্জী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদক রিম্পা রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুরজ দাস, হিলি থানার এসআই শুভম সাহা সহ আরো অনেকে। নওপাড়া তিওড় সমাজকল্যাণ সমিতির সভাপতি অমূল্য রতন বিশ্বাস বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং নানান ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমতো পেতে পারেন তার জন্য আজকের এই সচেতনতা শিবির। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নিখিলেশ কর্মকার, প্রতিম কর্মকার, সঞ্জিত মন্ডল, অভিজিৎ ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন উত্তম হালদার, জন মুখার্জী সহ আরো অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন জিতেশ দেবনাথ। নওপাড়া তিওড় সমাজ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক অজিত সরকার বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য এমন সচেতনতা শিবির আগামীদিনে আরও করা হবে।

সাংবাদিকদের সংবর্ধনা রাজনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি তথা সাংবাদিকরা প্রতি মুহূর্তের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা তুলে ধরেন। সমাজ ও দেশ উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে খবর পরিবেশনের মাধ্যমে।সেই হিসেবে রাজনগর ব্লকের লাউজোড় গ্রামে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় ব্লক এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ রাজনগর ব্লকের তাতিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চারজন সদস্যের তরফে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয় বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়। রাজনগর ব্লকের সাংবাদিক হিসেবে খান আরশাদ , উত্তম মন্ডল,মহঃ সফিউল আলম, সোমনাথ দে ও সাগর বাউরীকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।স্বভাবতই জন প্রতিনিধিদের কাছে থেকে সম্বর্ধনা পেয়ে গর্বিত সাংবাদিকরা। জনপ্রতিনিধির এই সংবর্ধনা সাংবাদিকদের আরও দায়িত্ব ও কর্তব্য বাড়িয়ে দিল বলে সংবর্ধিত সাংবাদিকদের অভিমত। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা অনুপ গড়াই, তাঁতীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চারজন সদস্যা যথাক্রমে অপর্ণা মালি, সরস্বতী দাস, নিবেদিতা গড়াই ও আশা দাস সহ অন্যান্যরা।

ফাঁড়ির ওসিকে সংবর্ধনা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুমেদপুর ফাঁড়ির নতুন ওসি কে শুক্রবার সংবর্ধনা জানালেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

জানা গিয়েছে কুদেরপুর ফাঁড়িতে নতুন ওসি হয়ে এসেছে সত্যব্রত ভট্টাচার্য।এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সাদলিচক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা আমিরুল ইসলাম,সাদলিচক অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি মনিরুল ইসলাম,পঞ্চায়েত সদস্য মহিদুল ইসলাম,আব্দুল বারিক,আব্দুল আলিম,মনিরুল ইসলাম ও আতাউর রহমান সহ অঞ্চল নেতৃত্ব।

ভাতার থানায় নতুন ওসি

সম্প্রীতি মোল্লা ● ভাতার

আপনজন: শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার ওসি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সাব ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দত্ত। এর আগে তিনি কালনা থানার ওসি পদে দায়িত্বে ছিলেন। প্রসঙ্গত , লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন থানায় ওসি ও আইসি পদে রদবদল করা হয়। জেলায় অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ভাতাড় থানায় ওসি পদে রদবদল হয়। শুক্রবার নবনিযুক্ত ওসি প্রসেনজিৎ দত্ত থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে ভাতাড় থানার ওসি ছিলেন পঙ্কজ নস্কর। প্রায় সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই পংকজ বাবুকে ভাতাড় থানা থেকে মাধবডিহি থানায় বদলি করা হয়। এদিন নবনিযুক্ত ওসি প্রসেনজিৎ দত্ত এবং বিদায়ী ওসি পঙ্কজ নস্করকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বৈধ নথি ছাড়াই সরকারি পার্কিং থেকে বালি বোঝাই ট্রাক আটক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কোনরকম বৈধ নথি ছাড়াই সরকারি এমভিআই পার্কিং থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই করে রাস্তায় বেরোতেই বালি বোঝায় ট্রাক আটক করল পুলিশ, ঘটনায় গ্রেপ্তার ২ , চাঞ্চল্যকর ঘটনা বিষ্ণুপুরে, কিভাবে সরকারি রয়েলটি ছাড়া এআরটিও সই ও সিলমোহর দিয়ে বালির গাড়ি পরিবহনের অনুমতি দিতে পারে উঠছে প্রশ্ন? তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত! পূর্ণাঙ্গ তদন্তে আশ্বাস মহকুমা শাসকের ।

কোনরকম নথি ছাড়াই একটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ, গ্রেফতার করা হয় চালক ও খালাসিকে, তারপরেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য, আটক হওয়া গাড়িতে থাকা এক শ্রমিকের দাবি তারা বিষ্ণুপুর এমভিআই জোন থেকে বালি বোঝাই করে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছিল তাদের কাছে কোন বৈধ নথি থাকেনি, তাদের কাছে কাগজ হিসাবে ছিল বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের সই ও সিলমোহর দেওয়া একটি কাগজ। সরকারি রয়েলটি দেওয়ার কোনো রকম কাগজ ছাড়াই সেই কাগজে উল্লেখ রয়েছে গাড়ি চালক বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের কাছে পরিবহনের অনুমতি চাইছেন, একটি গাড়িতে ওভারলোড বালি আনার জন্য বিষ্ণুপুর এআরটিও ফাইন করে অতিরিক্ত বালি এই একটি গাড়িতে যাতে হাসনাবাদে নিয়ে যেতে পারে। এরপরে এই অনুরোধের পর বিষ্ণুপুর এআরটিও পরিবহনে অনুমতি দেয় এবং কাগজের ওপর সই ও সিলমোহর দিয়ে দেন এআরটিও সাহেব।

যদিও বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষের দাবি সরকারি কোনো আইন নেই এইভাবে ওভারলোডেড বালি পরিবহনে পারমিশন দেওয়ার। তবে তিনি জানান এই ঘটনার অভিযোগ তিনি পেয়েছেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসার বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে, সরকারি নিয়ম বিরুদ্ধে কোন কাজ যদি কোন অফিসারও করে তার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্রের খবর বিষ্ণুপুরের চুরামণিপুরে রয়েছে একটি এমভিআই পার্কিং জোন, এই পার্কিং জোনে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি রয়েলটি ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বালি কারবার চলছিল এআরটিও সাহেবের মদতেই। বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের কাছে এই অভিযোগের কথা জানতে গেলে তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি তিনি জানান সমস্ত কিছু মহকুমা শাসক কে জানানো হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের কাছে সাক্ষাৎকার দেবেন মহকুমা শাসক।

মহকুমা শাসকের দাবি এই এমভিআই পার্কিংয়ের কতটা বৈধতা রয়েছে সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হবে।

ঋণ পরিশোধ হলেও ব্যাঙ্কের নথিতে উল্লেখ না থাকার অভিযোগ গ্রাহকদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ব্যাংকের লোন পরিষদশোধ হয়ে গেলেও এখনও লোনের টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন গ্রাহকরা। এমনই অভিযোগ তুলে এলাকাবাসী একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বামনগোলা ব্লকের জগদল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের জেটরুল গ্রামে,ঘটনা এলাকাবাসী অভিযোগ লোনের টাকা দিনের পর দিন মাসের পর মাস টাকা পরিশোধ করলেও ওই সংস্থার কর্মীরা জানান টাকা পরিশোধ হয়নি এই নিয়ে এলাকাবাসী বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এই বিষয় নিয়ে খবর দেওয়া হয়। পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে অবশেষে ওই সংস্থার লোন রিকোভারির দুই কর্মীকে পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ নিয়ে যাই । এলাকাবাসীরা জানান এস কে নামক একটি সংস্থার কাছ থেকে লোন নেওয়া হয়, অভিযোগ ২০২১ সালে লোন নেওয়া হয়েছিল প্রায় ৭০ হাজার টাকার মতো দুই বছরের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ গেলেও মাঝে মধ্যেই ওই সংস্থার ব্যাংকে থেকে ফোন করে বলা হচ্ছে তাদের লোন পরিশোধ হয়নি, কখনো বলা হছে ৭৮ হাজার কখনো ৬৫ হাজার লোন বাকি রয়েছে।দুই বছর ধরে আমাদের টাকা কোথায় জমা পরেছে।ওই সংস্থার ব্যাংকের টাকা এখনো বাকি রয়েছে এই নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগ দুই বছরে যে টাকা জমা দিয়েছি সেই টাকা কোথায় গিয়ে। তাই আজ ওই সংস্থার লোন নিতে আশা সংস্থার কর্মীদের, আমাদের গ্রামের বাসিন্দারা আটকে রেখেছে তাদের অভিযোগ লোনের টাকা পরিশোধ সত্বেও তাদের লোন বাকি রয়েছে বলে জানাচ্ছে।ওই সংস্থার কর্মীরা জানান- আমাদের আটকে রেখেছে এ বিষয়ে তাদের কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজার আসবে তাদের সঙ্গে কথা বলার পরেই তাদের ছাড়বে বলে জানিয়েছে।

ফুলিয়ায় উদ্ধার বিবাহিত এক নাবালিকা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বিবাহিত এক নাবালিকা। পরিবারে পুলিশ গিয়ে নাবালিকা সহ যুবককে উদ্ধার করে। ঘটনাটি এদিন নদীয়ার ফুলিয়ার নবলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দাসপাড়া এলাকার। সূত্রের খবর দিন কয়েক আগে নদীয়ার তেহট্ট থেকে ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকা ওই এলাকার যুবক বিক্রম দাসের বাড়িতে চলে আসে, এরপর নাবালিকার বিয়ে হয়ে যায়। শুক্রবার খবর পেতেই এলাকায় যায় পুলিশ এরপর পরিবারের ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে হানা যায়। যদিও নাবালিকা পুলিশের প্রশ্নে সঠিক উত্তর দিতে না পারায় যুবক সহ নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। যুবকের মা সুধা দাসের দাবি, মেয়ের পরিবার সবটাই মেনে নিয়েছিল তাই আমরাও মেয়েকে ঘরে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ের বয়স ১৬ বছর তাই পুলিশ হয়তো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রশাসন যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। তবে পুলিশ সূত্রে খবর ওই নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ডায়মন্ডহারবার হাই স্কুল কক্ষে নতুন গল্পের বই প্রকাশ

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: সম্প্রতি বার্ণিক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে চন্দন মিত্রের গল্প সংকলন 'লাল পিঁপড়েদের উপযোগিতা'। ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের একটি কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচন করলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বই নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক রূপম প্রামাণিক। লেখকের মোট ১৪টি গল্প রয়েছে এই বটিতে। চন্দন মিত্র মূলত কবি ও প্রাবন্ধিক হলেও এটি তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন। এদিনের বই প্রকাশ উপলক্ষে কবিতা বন্দর পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্য উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি রফিক উল ইসলাম, খায়রুল আনাম, অরুণ পাঠক, নাগসেন, গৌতম মন্ডল, দিলীপ প্রামাণিক, অমলেন্দু বিকাশ দাস প্রমুখ। অধ্যাপক রূপম প্রামাণিক বলেন,চন্দন মিত্র অন্য ধারায় গল্প লিখছেন। আশাকরব সিরিয়াস পাঠক তাঁকে ঠিক খুঁজে নেবে।

রূপনারায়ণে এখনো চলছে উদ্ধারকাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবারের নৌকাডুবির ঘটনায় এখনো চলছে উদ্ধারকাজ। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে এক মহিলার দেহ। নিখোঁজ আরও ৪। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুনন্দা ঘোষ (৪৫) নামের নিখোঁজ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ। নৌকাডুবির ঘটনায় নিঁখোজদের খোঁজে রূপনারায়ণে এদিন সকালেও তল্লাশি চালায় এনডিআরএফ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। বৃহস্পতিবার হাওড়ার বেলগাছিয়া থেকে ১৮ জনের একটি দল ঘাটাল দাসপুরের ত্রিবেণী পার্কে পিকনিক করতে যান। ফেরার পথে রূপনারায়ণের মাঝে নৌকাডুবি হয়। স্থানীয়দের চেষ্টায় ১৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। ৪ জন এখনও নিঁখোজ। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পিকনিক সেরে ফেরার পথে রূপনারায়ণ নদে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাকসীহাটের কাছে রূপনারায়ণ নদের উপর ওই ঘটনা ঘটে।

হরিহরপাড়ার স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। শুক্রবার সকালে হরিহরপাড়ার চোয়া এলাকার আসিয়ানা আশ্রম ও একটি বেসরকারি কলেভ পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন আহমদ হাসান ইমরান। এদিন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, জয়েন্ট বিডিও আমস তামাং, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মন্ডল, হাজী একে খান কলেজের পরিচলন কমিটির সভাপতি হতেমুল ইসলাম, হাজী একে খান কলেজের প্রিন্সিপাল গৌতম কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ট্যাংরামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রেয়ার লাইনে গিয়ে ছবি তুললেন।

পাশাপাশি হরিহরপাড়া হাজী এ,কে খান কলেজে গেলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরি সুতির গামাছা দিয়ে তাকে বরণ করা হয়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা গামছা তৈরি করেছে তাদেরকে স্বীকৃতি হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানান রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। এদিন হরিহরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকার স্কুল ও কলেজে আসতে পেরে খুবই খুশি বলে জানান তিনি।

বয়স্ক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে চার জনের ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ৫৩ বছর বয়সী বিধবা মহিলাকে গণধর্ষণ করার অপরাধে চার জন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয় শুক্রবার। রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গুরুদাস বিশ্বাস এই সাজার রায় দেন। সাজা প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে সুরেশ মুদি, কটা মুদি, শিবচরন মুদি ও পলাশ কোঁড়া।সকলেই বাড়ি বীরভূমের ময়ুরেশ্বর থানার রাজচন্দ্রপুর গ্রামে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ১৩ নভেম্বর ভাইফোঁটার দিন দুপুরে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার রাজচন্দ্রপুর গ্রামের ৫৩ বছর বয়সী এক বিধবা মহিলা গ্রাম সংলগ্ন মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সুযোগ বুঝে উক্ত চারজন মিলিত ভাবে ওই মহিলার মুখে গামছা বেঁধে গনধর্ষন করে বলে অভিযোগ।বাড়ির লোকজন মহিলার খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে।সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।জীবন মরন সংগ্রামে ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠে।পরদিন তার মায়ের অভিযোগ ক্রমে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।সেদিনই পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল থেকে একটি মানিব্যাগ উদ্ধার করে এবং সেখানে থাকা পাসপোর্ট ছবির সূত্র ধরে অপরাধীদের চিহ্নিত করে আটক করে।অপরাধীরা তাদের কৃকিত্তির কথা স্বীকার করে নেয়।এতদিন বিচার চলার পর গতকাল বিচারক আদালতে চার আসামিকে কাস্টডিতে নেয় এবং আজকে তাদের সাজার রায় ঘোষণা করেন।প্রত্যেকের ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশহাজার টাকা জরিমানা।জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক বলে এক সাক্ষাৎকারে জানান সরকারি আইনজীবী উৎপল চ্যাটার্জি।

ছাত্রছাত্রীদের মেধা পুরস্কারের জন্য দান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: সম্প্রতি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রুপ ডি কর্মী তেজেন্দ্রনাথ মন্ডল তাঁর চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। গতকাল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে তেজেন্দ্রনাথ মন্ডল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সেমেস্টার পরীক্ষায় কলেজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীকে উপহার দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীনের হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। তাঁর এই আচরণে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত ১৬ বছর ২ মাস চাকরি করার পর তেজেন্দ্রনাথ মন্ডল গত ৩১শে জানুয়ারি চাকরি জীবন থেকে সরকারিভাবে অবসর নেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হারিয়ে যাওয়া শিশু কন্যাকে উদ্ধার পুলিশের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া এক শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিলো মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে সুতি থানার পুলিশের তৎপরতায় শিশু কন্যাকে ফিরে পেয়ে খুশি পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বেলা ১২ টা নাগাদ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সুতি থানার মহেন্দ্রপুর এলাকার দু-বছরের শিশু কন্যা মিসমা খাতুন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা। তৎপর হয়ে উঠে সুতি থানার পুলিশ। তারপরই বিকেল নাগাদ অরঙ্গাবাদ বোরবনা গ্যাস অফিস সঙ্গলগ্ন এলাকায় কান্নাকাটি করতে লক্ষ করা যায় শিশু কন্যাটিকে। তখনই তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুতি থানার পুলিশ। তারপরই বিকেল চারটা নাগাদ পরিবারের সদস্যদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশু কন্যাটিকে তুলে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক ঘনটার মধ্যেই শিশু কন্যাটিকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় সুতি থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শিশু কন্যার বাবা মা।

সীমান্তের চরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবারও বড় সাফল্য মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার পুলিশের, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলঙ্গি থানার চর পরাসপুর এলাকায় বিশাল পুলিশী বাহিনী নিয়ে এলাকায় তল্লাশি করলে রবীন্দ্র রকিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এর কাছে লালন শেখ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে একটি দেশীয় পাইপ গান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জলঙ্গি থানায় নিয়ে আসে এবং আজ শুক্রবার জেলা আদালতে পাঠানো হয় পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে। তবে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে একের পর এক অবৈধ চোরাকারবারি থেকে পাচার রুখে দিচ্ছেন জলঙ্গি থানার পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে আগ্নেয় অস্ত্র মজুদ রেখেছিল ওই ব্যক্তি।

আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: উনুনের আগুন ছড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তিনটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার প্রদীপডাঙ্গা পূর্ব পাড়া এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মালিকদের নাম আশরাফুল সেক ,মহবুল সেক। পরিবার সূত্রে জানা যায় এদিন আশরাফুল শেখের বাড়িতে রান্না করার সময় উনুনের আগুন ছড়িয়ে দুটি পরিবারের পরপর তিনটি বাড়িতে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

নেশনস লিগের মৃত্যুকূপে ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম

আপনজন ডেস্ক: প্যারিসে গতকাল রাতে অনেকটা নীরবে হয়ে গেল উয়েফা নেশনস লিগের নতুন মৌসুমের ড্র। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ইউরোপের সবগুলো দেশ। যেখানে চারটি স্তরে ভাগ করে হবে এই টুর্নামেন্ট।
আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া নেশনস লিগের 'এ' স্তরে অংশ নিবে জায়ান্ট দলগুলো। যেখানে গ্রুপ 'দুই'-কে বলা হচ্ছে মৃত্যুকূপ। এই গ্রুপে ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্সের সঙ্গী ইসরায়েল।
গ্রুপ পর্বে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে তেমন কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। 'চার' নম্বর গ্রুপে তাদের সঙ্গী ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও সার্বিয়া।
'এক' নম্বর গ্রুপে রয়েছে প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। জার্মানি, হাঙ্গেরি, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং নেদারল্যান্ডস আছে 'তিন' নম্বর গ্রুপে।
প্রথমবারের মতো এবার নেশনস লিগে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। চার গ্রুপের শীর্ষ দুই দল খেলবে শেষ আটে।
নকআউট পর্ব কেবল 'এ' লিগেই অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকেই নির্ধারিত হবে চ্যাম্পিয়ন দল।

কোন দল কোন গ্রুপে-
লিগ 'এ'
গ্রুপ ১ : ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল, পোল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড
গ্রুপ ২: ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইসরায়েল
গ্রুপ ৩: নেদারল্যান্ডস, হাঙ্গেরি, জার্মানি, বসনিয়া
গ্রুপ ৪: স্পেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া
লিগ 'বি'
গ্রুপ ১ : চেক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন, আলবেনিয়া, জর্জিয়া
গ্রুপ ২ : ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস
গ্রুপ ৩ : অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, কাজাখস্থান
গ্রুপ ৪ : ওয়েলস, আইসল্যান্ড, মন্টেনেগ্রো, তুরস্ক
লিগ 'সি'
গ্রুপ ১ : সুইডেন, আজারবাইজান, স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া
গ্রুপ ২ : রোমানিয়া, কসোভো, সাইপ্রাস, লিথুয়ানিয়া/জিব্রাল্টার
গ্রুপ ৩ : লুক্সেমবোর্গ, বুলগেরিয়া, নর্দান আয়ারল্যান্ড, বেলারুস
গ্রুপ ৪ : আর্মেনিয়া, ফারো আইল্যান্ড, নর্থ মেসেডোনিয়া, লাটভিয়া
লিগ 'ডি'
গ্রুপ ১ : লিথুয়ানিয়া/জিব্রাল্টার, সান ম্যারিনো, লিখটেনস্টাইন
গ্রুপ ২ : মলদোভা, মাল্টা, অ্যান্ডোরা।

ওয়ার্নারের ম্যাচে দারুণ লড়ে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

আপনজন ডেস্ক: ১ ওভার শেষে ১৬/০, ৩ ওভার শেষে ৪০/০, ৬ ওভার শেষে ৭২/০; কী দুর্দান্ত গতিতেই না এগোচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস! ২১৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে ব্যাটিং করছিল, এমনটাই হওয়ার কথা। টেস্ট ও ওয়ানডেতে যেনতেন মানের ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো বরাবরই টি-টোয়েন্টিতে 'বিধ্বংসী' আর 'দোর্দণ্ড প্রতাপশালী' এক দল! গত মঙ্গলবার এই তো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই তৃতীয় ওয়ানডেতে ৮৬ রানে অলআউট হয়ে ৮ উইকেটে হেরে সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর প্রথম টি-টোয়েন্টিতে তাদের এমন শুরুও তো সেটাই বলে।
কিন্তু চিরকালীন অননুমেয় দল পাকিস্তানের মতো বিধ্বংসী বা প্রতাপশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও যে 'ছন্নছাড়া' হতে সময় লাগে না, আজ হোবার্টে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিও সেটা দেখাল। ৮.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৮৯ রান তোলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ হঠাৎই পথ হারায়। প্রথম উইকেট হারায় তারা ৮.৩ ওভারে, ওই ৮৯ রানেই। এরপর দেখতে দেখতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর হয়ে যায় ৮ উইকেটে ১৬৩। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তারা হারে ১১ রানে।
ম্যাচ হারার আগে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং দেখেছে উত্থানপতন। এটাও দেখিয়েছে– ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টিতে কখন কী করবে, সেটা আসলে কেউ জানে না। ব্রান্ডন কিং ও জনসন চার্লসের উদ্বোধনী জুটিতে ৮৯ রান ওঠার পর ছোট একটা ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৮৯/১, ১০০/২, ১১৫/৩–উইকেট পড়তে থাকার এই গতিতে বাধ দেন শাই হোপ ও নিকোলাস পুরান। কিন্তু সেই বাধও ভেঙে যায় হোপ আউট হয়ে ফিরলে।
১৪১/৪, ১৪২/৫, ১৪৯/৬, ১৫৮/৭, ১৬৩/৮–ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে আবার শুরু হয় উইকেট পতনের গান। সেটা এখানে যখন থামে, ১৫ বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৫১ রান। উইকেটে ছিলেন জেসন হোল্ডার ও আকিল হোসেন। অনেকেই ধরে নিয়েছেন, একেবারেই প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ১৮তম ওভারের শেষ তিন বলে দুজনে মিলে ১১ রান নিয়ে হিসাবটাকে নিয়ে আসেন ১২ বলে ৪০-এ।
পরের ওভারে আসে ১৩ রান। শেষ ওভারের হিসাবটা দাঁড়ায় এ রকম–জিততে হলে ২৭ রান লাগবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৬, ৪, ০, ৩–প্রথম ৪ বলে ১৩ রান নেন হোল্ডার। শেষ ২ বলে আসে মাত্র ২ রান। সব মিলিয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০২ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অস্ট্রেলিয়া যে ৭ উইকেটে ২১৩ রান করে, এতে বড় অবদান এই ম্যাচে দুর্দান্ত এক মাইলফলকে পৌঁছানো ডেভিড ওয়ার্নারের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের এটি ১০০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। রস টেলর ও বিরাট কোহলির পর ক্রিকেট ইতিহাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে তিন সংস্করণেই ১০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়া ওয়ার্নার আজ ১২ চার ও ১ ছয়ে ৩৬ বলে করেছেন ৭০ রান। ওয়ার্নার ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বলার মতো রান পেয়েছেন জশ ইংলিশ (২৫ বলে ৩৯), টিম ডেভিড (১৭ বলে ৩৭*) ও ম্যাথু ওয়েড (১৪ বলে ২১)।
রোববার অ্যাডিলেড ওভালে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া: ২০ ওভারে ২১৩/৭ (ওয়ার্নার ৭০, ইংলিস ৩৯, ডেভিড ৩৭*, ওয়েড ২১, মার্শ ১৬, ম্যাক্সওয়েল ১০, স্টয়নিস ৯, জাম্পা ৪*, অ্যাবট ০; রাসেল ৪-০-৪২-৩, জোসেফ ৪-০-৪৬-২, হোল্ডার ৩-০-৩৭-১, শেফার্ড ৪-০-৩৮-১, পাওয়েল ১-০-৬-০, আকিল ৪-০-৪২-০)।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০ ওভারে ২০২/৮ (কিং ৫৩, চাল/স ৪২, হোল্ডার ৩৪*, পুরান ১৮, হোপ ১৬, পাওয়েল ১৪, আকিল ৭*, রাদারফোর্ড ৭, শেফার্ড ২, রাসেল ১; জাম্পা ৪-০-২৬-৩, স্টয়নিস ৩-০-২০-২, ম্যাক্সওয়েল ২-০-৩১-১, বেহরেনডর্ফ ৩-০-৩৮-১, অ্যাবট ৪-০-৪১-১, হ্যাজলউড ৪-০-৪৪-০)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ১১ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া)।
সিরিজ: ৩ ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

কোহলির দ্বিতীয় সন্তান নিয়ে গুঞ্জন, ক্ষমা চাইলেন ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: নিজের ইউটিউব চ্যানেলে মন্তব্য করেছিলেন, বিরাট কোহলি-আনুশকা শর্মা দম্পতির ঘরে দ্বিতীয় সন্তান আসছে। তবে কয়েক দিন না যেতেই নিজের করা মন্তব্য সঠিক নয় বলে নিজেই জানিয়েছেন, ভারতীয় তারকা দম্পতির পারিবারিক বন্ধু হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স। এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন তিনি।
দৈনিক ভাস্করকে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, 'সব কিছুর আগে পরিবার, এরপর ক্রিকেট।
পাশাপাশি এটাও বলছি, আমার ইউটিউব চ্যানেলে বড় ভুল করেছি আমি। ওই তথ্য ছিল পুরোপুরি ভুল এবং একেবারেই সত্য নয়। পারিবারিক প্রয়োজনে জাতীয় দায়িত্ব থেকে বিরতি নেওয়ার সবটুকু অধিকার ভিরাটের আছে। তার পরিবারের জন্য যা জরুরি,

সেটিই সব কিছুর ওপরে প্রাধান্য পাবে।
'কোহলি দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হচ্ছেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে কিছুদিন ধরে। সেটি ডালপালা মেলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজ থেকে কোহলি ছুটি নেওয়ায়। এরপর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি ভিলিয়ার্স নিশ্চিত করেন, এই খবরটিই সত্যি।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার জন্য প্রথম টেস্টের আগে হায়দরাবাদে পৌঁছান কোহলি।
তবে সিরিজ শুরুর দুই দিন আগে ব্যক্তিগত কারণে দুই টেস্ট থেকে ছুটি নেন তিনি। দ্বিতীয় টেস্ট শেষে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, পরের দুই টেস্টেও খেলবেন না অভিজ্ঞ ব্যাটার।
এমনকি শেষ টেস্টেও তাকে পাওয়া না-ও যেতে পারে। যদিও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে সেটিকে একরকম নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। কোহলি ও আনুশকা গাঁটছড়া বাঁধেন ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। তাদের প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলোয় আসে ২০২১ সালের ১১ জানুয়ারি। বাবা-মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হয় ভামিকা।

আইপিএল যে কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কীভাবে হবে? হিসাবটা সহজ। বেশি বেশি টি-টোয়েন্টি খেলে। কিন্তু দলগুলো সেটা খেলার সুযোগ পাচ্ছে কই! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া ৫, নিউজিল্যান্ড ৩, ইংল্যান্ড মাত্র ৪টি টি-টোয়েন্টি খেলবে। আর ভারত?
বিশ্বকাপের আগে তাদের কোনো ম্যাচই নেই। তবে এখন তো সেই দিন নেই যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকলে ক্রিকেটাররা বসে থাকবেন! সারা বিশ্বে এখন অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বড় ভূমিকা রাখবে এই লিগগুলো। বিশেষ করে আইপিএল। অস্ট্রেলিয়ান কোচ টম মুডি এই কথাটাই আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এবারের আইপিএল হবে মার্চে থেকে মে মাসের মধ্যে। আর ১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। আইপিএল ভারতের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররাই বেশি খেলেন। এবার অনেক ক্রিকেটারেরই বিশ্বকাপ ভাগ্য নির্ভর করছে এই আইপিএলে পারফর্ম করা, না করার ওপর।
সাইনরাইজার্স হায়দরাবাদের সাবেক কোচ টম মুডি
সাইনরাইজার্স হায়দরাবাদের সাবেক কোচ টম মুডিইনস্টাগ্রাম আইপিএলে কোচ হিসেবে পরিচিত মুখ মুডি গতকাল আইএল টি-টোয়েন্টির দল ডিজার্ট ভাইপার্স আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'আইপিএল, সঙ্গে অন্য টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট যেমন আইএল টি-টোয়েন্টি, ক্রিকেটারদের জন্য এই টুর্নামেন্টগুলোতে পারফর্ম করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লিগগুলোর ভালো মানের কারণে সব কটি দলই তাদের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে চোখ রাখবে। আপনি যদি রান করেন, উইকেট নেন, ধারাবাহিকতা দেখান, দল নির্বাচনের সময় যখন কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে, তখন এটা আপনাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেতে পারবেন।'

ফ্রন্টপেজ স্কুলে কুকিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া
আপনজন: পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ফ্রন্টপেজ পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হল কুকিং প্রতিযোগিতা।
ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়ামুখী করে তুলতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শুক্রবার রকমারি কুকিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে তাঁরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কেক, লেমন জুস, মিষ্টি, পাপড়ি চাট সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে। প্রতিযোগিতায় বিচারকমন্ডলীর বিচারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।
এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রন্টপেজ গ্রুপ অফ এডুকেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, ফ্রন্টপেজ পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল ইন্দ্রানী দাস, ফ্রন্টপেজ গার্লস অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, বি.এড কলেজের অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ মণ্ডল, অধ্যাপক অতনু মোদক, অধ্যাপিকা নিলুফা সারমিন প্রমুখ।
কুকিং প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে ফ্রন্টপেজ গ্রুপ অফ এডুকেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীরা কুকিং কম্পিটিশনে যেভাবে অংশ নিয়েছে এবং বিচারক মন্ডলীদের সামনে উপস্থাপন করেছে তা সত্যিই প্রশংসার অবদান রাখে।
পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের জন্য কুকিং কম্পিটিশন, বক্তৃতা কম্পিটিশন, কবিতা পাঠ, স্পোর্টস সহ নানা রকম প্রতিযোগিতা তাঁদেরকে ক্রীড়ামুখী করে তোলে। এছাড়াও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে বিভিন্ন পরামর্শের পাশাপাশি মাঠমুখী হওয়ার আহ্বান জানান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান।

স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বাবার সমালোচনা রবীন্দ্র জাদেজার

আপনজন ডেস্ক: রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন তাঁরই বাবা অনিরুদ্ধসিং জাদেজা। বলেছিলেন, পারিবারিক কলহের পেছনে মূল কারণ তাঁর পুত্রবধূ। এ নিয়ে বাবার সমালোচনা করেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার।
ভারতের গুজরাটি সংবাদমাধ্যম 'দিব্য ভাস্কর'-এ সাক্ষাৎকারে অনিরুদ্ধসিং বলেছিলেন, 'আপনি কি চান সত্য কথা বলি? রবীন্দ্র এবং তার স্ত্রী রিভাবার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তাদের কল (ফোন) দিই না, তারাও আমাদের কল (ফোন) দেয় না।' অনিরুদ্ধসিং আরও বলেছিলেন, 'তাদের বিয়ের দুই থেকে তিন মাস পরই সমস্যার সূত্রপাত। এখন আমি জামনগরে একাই থাকি। আর রবীন্দ্র আলাদা বাংলোয় থাকে। একই শহরে থাকলেও আমাদের দেখা হয় না। তার স্ত্রী তাকে কী জাদু করেছে আমি জানি না।'
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাদেজার বাবার সাক্ষাৎকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য সংবাদমাধ্যমও এ বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে। জাদেজা তাই মুখ খুলতে অনেকটা বাধ্যই হয়েছেন। ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা আজ দুপুরে তাঁর বাবার সমালোচনা করে একটি পোস্ট করেন সামাজিক

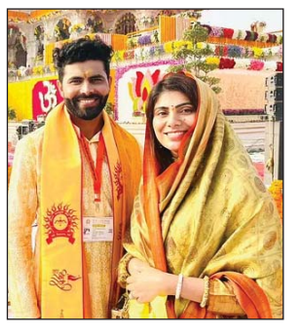

যোগাযোগমাধ্যমে (এক্স)। নিজের অ্যাকাউন্টে গুজরাটি ভাষায় তিনি লিখেছেন, 'সাজানো সাক্ষাৎকারে কী বলা হলো, আসুন সেসব বর্জন করি।'
জাদেজা এই পোস্টে বাবাকে অনুরোধ করেন, তাঁর স্ত্রীর ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না করা হয়, 'দিব্য ভাস্করের সন্দেহজনক সাক্ষাৎকারে যা কিছু বলা হয়েছে সেসব অর্থহীন এবং মিথ্যা। সেগুলো একপক্ষীয় মন্তব্য, যা আমি অস্বীকার করি। আমার স্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টাটা অনুচিত এবং নিন্দনীয়। আমারও অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু সবার সামনে সেগুলো না বলাই ভালো।'
চোটের কারণে চলমান ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে জাদেজা খেলতে পারেননি। তবে চোট থেকে মোটামুটি সেরে ওঠায় ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, রাজকোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া তৃতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন জাদেজা। ২০১৬ সালে রিভাবাকে বিয়ে করেন জাদেজা। রিভাবা বিজেপি থেকে জামনগর উত্তরের বর্তমান এমএলএ। কংগ্রেস থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানো জাদেজার বোন ন্যয়নাবাকে হারিয়ে এমএলএ হন রিভাবা। অনিরুদ্ধসিং সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন, 'সে (জাদেজা) আমার ছেলে আর এ ব্যাপারটাই আমাকে পোড়ায়। এখন মনে হয় তাকে যদি বিয়ে না করাতাম! সে ক্রিকেটার না হলেও ভালো হতো। তাহলে এখন আর এসব সমস্যায় পড়তে হতো না।' অনিরুদ্ধসিং সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, 'বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সে (রিভাবা) আমাকে বলেছে, সবকিছু তার নামে লিখে দিতে হবে। এটা নিয়ে পরিবারে সে কলহ তৈরি করে। সে পরিবারের অংশ হতে চায়নি, স্বাধীন জীবন চেয়েছে। আমার কিংবা ন্যয়নাবার ভুল হতে পারে কিন্তু আপনি বলুন তো, আমার পরিবারের ৫০ জন সদস্য কি একসঙ্গে ভুল করতে পারে? পরিবারের কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই শুধু ঘৃণা ছাড়া। আমি কোনো কিছু লুকাতে চাই না। গত পাঁচ বছর নিজের নাতনির মুখ দেখিনি।'
২০১৭ সালে রবীন্দ্র জাদেজা ও রিভাবার ঘর আলো করে জন্ম নেয় কন্যাসন্তান নিধ্যানা।

হংকংয়ে মেসি না খেলায় দুঃখ প্রকাশ ইন্টার মায়ামির

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসিকে হংকংয়ে প্রদর্শনী ম্যাচে না খেলানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ইন্টার মায়ামি। ৩৬ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন তারকাকে মাঠে নামাতে না পারার কারণও ব্যাখ্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি।
গত রোববার হংকংয়ের নির্বাচিত একাদশের বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে মায়ামি। ম্যাচটির আয়োজক ছিল ট্যাটলার এশিয়া, বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছিল হংকং সরকার। কিন্তু যাঁকে ঘিরে হংকংয়ে ম্যাচটিতে উৎসাহ ছিল, সেই মেসিকে এক মিনিটও মাঠে নামানো হয়নি। খেলানো হয়নি সাবেক বার্সেলোনা তারকা লুইস সুয়ারেজকেও। দুই ফুটবলারের না খেলার বিষয়টি হতাশাজনক ছিল উল্লেখ করে ইন্টার মায়ামি রয়টার্সকে পাঠানো এক বিবৃতিতে লিখেছে, 'মেসি ও সুয়ারেজের রোববারের ম্যাচে অনুপস্থিত থাকা ঘিরে যে হতাশা, সেটি আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও দুই খেলোয়াড় খেলতে না পারায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।' হংকং সফরে যাওয়ার আগে ইন্টার মায়ামি ছিল সৌদি আরবে। সেখানে ১ ফেব্রুয়ারি আল নাসরের বিপক্ষে শেষ দিকে নেমেছিলেন মেসি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভোগা এই তারকা হংকংয়েও খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। পরে হংকংয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী কেভিন ইয়েউং জানান, মেসি অন্তত ৪৫ মিনিট খেলবেন বলে চুক্তি করা হয়েছিল, যা না হওয়ায় তাঁরা হতাশ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়ানুষ্ঠান বহরমপুরে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করল উত্তরণ নামের একটি বিদ্যালয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রসারে কাজ করা ওই বিদ্যালয়ের আয়োজনে স্যাক রেস, ফ্লাইং ডিস্ক, জাম্প, দৌড় সহ একাধিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোর কিশোরীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।
শুক্রবার বহরমপুর শক্তি মন্দির ময়দানে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, বহরমপুর সদরের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর রায়, শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**